শোধ-বোধ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
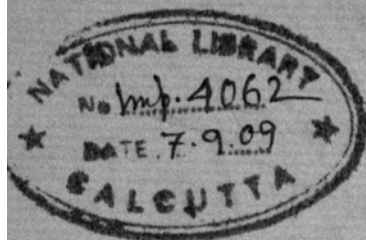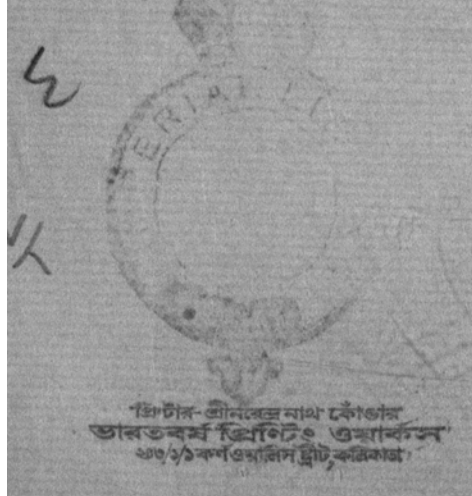
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০, কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শোধ-বোধ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মিষ্টার লাহিড়ির ড্রয়িংরুম

তাঁর কন্যা নলিনী ও নলিনীর বন্ধু চারুবালা।

চারু। ভাই নেলি, তোর হ'য়েছে কি বল্ তো ?

নলিনী। মরণ-দশা।

চারু। না, ঠাট্টা নয়। তোকে কেমন এক রকম দেখ্‌চি।

নলিনী। কি রকম বল্ তো ?

চারু। তা ব'ল্‌তে পারবোনা। রাগ না অনুরাগ, না বিরাগ, তোর ভাব দেখে কিছুই বোঝ্‌বার জো নেই ; কেবল এইটুকু বুঝি, তোর ঈশেন কোণে যেন মেঘ উঠেছে।

নলিনী। শিলাবৃষ্টি, না জলবৃষ্টি, না ফাঁকা ঝড়, কী আন্দাজ ক'র্‌চিস্ বল্ তো।

চারু। তোমার আলিপুরের weather report ভাই আমার হাতে নেই। আজ পর্য্যন্ত তোমাকে বুঝ্‌তেই পারলুম না।

নলিনী। তবে বুঝিয়ে দিই কেন যে মন চঞ্চল হ'য়েছে। ধৈর্য্য আর রাখতে পার্‌চিনে। ওরে পশুলাল, ডেকে দে তো লালবাজার থেকে কে চিঠি নিয়ে এসেচে।

চারু। মিষ্টার নন্দীর চিঠি? কী লিখেচে?

নলিনী গান

সে আমার গোপন কথা, শুনে যাও ও সখি।
ভেবে না পাই ব'ল্‌বো কী?

চারু। হাঁ ভাই, বল্‌ ভাই বল্‌, কিন্তু সাদা কথায়।

নলিনী। অবস্থাগতিকে সাদা কথা যে রাঙা হয়ে ওঠে।

গান

প্রাণ যে আমার বাঁশি শোনে
নীল গগনে,
গান হয়ে যায় মনে মনে যাহাই বকি।

চারু। তুই ভাই এই সব সখীকে-ডাকপাড়া সেকেলে ধরণের গান কোথা থেকে জোগাড় করিস্‌ বল্‌ তো?

নলিনী। খুব একেলে ধরণের কবির কাছ থেকেই।

চারু। মিষ্টার লাহিড়ি রাগ করেন না?

নলিনী। বাংলা সাহিত্যে কোন্‌টা একেলে কোন্‌টা সেকেলে সে তাঁর খেয়ালই নেই। একটি গান সব চেয়ে তাঁর পছন্দ, সেইটে তাঁকে শুনিয়ে দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বোঝেন যে, ইহকাল পরকাল কোনো কালই যদি আমার না থাকে, অন্তত modern কালটা আছে—

Love's golden [illegible] is done
Hidden in mist of pain.

চারু। তোর মতো অদ্ভুত মেয়ে আমি দেখিনি—সবই উল্টো-পাল্টা। তুই যদি ভাটপাড়ার পণ্ডিতের ঘরে জন্মাতিস্, তা'হ'লে চটেমটে মেমসাহেব হ'য়ে উঠতিস্। মিষ্টার লাহিড়ির ঘরে জন্মেছিস্ বলেই বুড়ি ঠাকুরমার চাল প্র্যাক্টিস্ চ'লচে। কোন্ দিন এসে দেখবো, জ্যাকেট ছেড়ে নামাবলী ধ'রেছিস্।

নলিনী। আগাগোড়া ছুবিয়ে রাখ্বো—মিষ্টার নন্দী বার-এট-ল।

চাপরাশির প্রবেশ

তোমারা সাব্‌কো বোলো, জবাব পিছে ভেজ দেউঙ্গী।

সেলাম করিয়া প্রস্থান।

দেখ্লি, একবার চাপরাশের ঘটা দেখ্লি—গিল্টি তক্‌মার ঝলমলানিতে চোখ ঝ'ল্সে গেল।

চারু। ভয় করিস্নে নেলি, গিল্টি সোনার চাপরাশ জোটে চাপরাশির ভাগ্যে কিন্তু—

নলিনী। হাঁ গো, আর খাঁটি সোনার চাপরাশ প'র্বেন মিসেস্ নন্দী। তাঁর কি সৌভাগ্য।

চারু। দেখ্ নেলি, ন্যাকামি করিস্নে। মিষ্টার নন্দীর মত পাত্র যেন অম্নি—

মিসেস্ লাহিড়ির প্রবেশ

মিসেস্ লাহিড়ি। নেলি, ছি ছি, তুই এই কাপড় প'রে মিষ্টার নন্দীর বেয়ারার—

নলিনী। কেন, এ তো মন্দ কাপড় নয়।

মিসেস্ লাহিড়ি। কী মনে ক'র্বে বল্ তো? ওদের বাড়ীতে সব—

নলিনী। বেহারা হ'য়ে জন্মেচে বলেই কী এত শাস্তি দিতে হবে? বেচারা মনিব-বাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টা যা দেখে, আজ তার থেকে নতুন কিছু দেখে বেঁচে গেল। এত খুসি হ'লো যে বকশিষ চাইতে ভুলে গেলো।

মিসেস্ লাহিড়ি। চিঠি দিতে এসে আবার বকশিষ চাইবে কী? তোর সব অদ্ভুত কথা।

নলিনী। এমন আশ্চর্য্য চিঠি, মা, তাতে এত—

মিসেস্ লাহিড়ি। এত কী?

নলিনী। সোনালি ক্রেষ্ট আঁকা,—আর তাতে লেখা আছে তিনি স্বয়ং এখানে আস্‌বেন—আমাকে—

মিসেস্ লাহিড়ি। কী ক'র্‌তে?

নলিনী। বেশি আশা ক'রে বোসো না মা। Propose ক'র্‌তে না, আমার জন্মদিনের জন্যে congratulate ক'র্‌তে। সেই বা ক'জনের ভাগ্যে—

মিসেস্ লাহিড়ি। যা আর বকিসনে, শীঘ্র যা, dress ক'রে নে। এখনি লোক আস্‌তে আরম্ভ হবে। মিষ্টার নন্দী তোর সেই ধূপছায়া রঙের সাড়িটা খুব admire করেন, সেটা—

নলিনী। সে হবে, মা, আমি এখনি যাচ্চি।

মিসেস্ লাহিড়ি। যাই, হোটেল থেকে খানসামাগুলো এলো কি না দেখিগে।

[প্রস্থান।

নলিনী। দেখ্‌বি? এই দেখ্ চিঠি। সশরীরে আস্‌বেন তাঁর

announcement। সেকালে বিশু ডাকাত এই রকম খবর পাঠিয়ে ডাকাতি ক'র্‌তো।

চারু। ডাকাতি?

নলিনী। নয় তো কি? একজন সরলা অবলার হৃদয়ভাণ্ডার লুঠ। তার সিঁধকাঠিটা দেখ্‌বি? এই দেখ্‌।

চারু। ইস্‌। এ যে হীরে দেওয়া ব্রেসলেট্‌। যা বলিস্‌ তোর কপাল ভালো। এ বুঝি তোর জন্মদিনের—

নলিনী। হাঁ, হাঁ, জন্মদিনের উপহার—আমার জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনকেই ঘিরে ফেল্‌বার সুদর্শন চক্র।

চারু। সুদর্শন চক্র বটে। যা বলিস্‌, মিষ্টার নন্দীর taste আছে।

নলিনী। ব্রেস্‌লেটও তার প্রমাণ, আর ব্রেস্‌লেট পরাবার জন্য যে মৃণালবাহু বেছে নিয়েছেন তাতেও প্রমাণ।

চারু। আজ যে বড় ঠাট্টার সুর ধ'রেছিস্‌।

নলিনী। তা'হ'লে গম্ভীর সুর ধরি।

গান

সে যেন আস্‌বে আমার মন ব'লেছে।
হাসির পরে তাই তো চোখের জল গ'লেছে।
দেখ্‌লো তাই দেয় ইসারা
তারায় তারা;
চাঁদ হেসে ঐ হ'লো সারা তাহাই লখি' ॥
শুনে যা ও সখি।

চারু। আমি যদি পুরুষ হতুম, নেলি, তা'হ'লে তোর ঐ পায়ের কাছে পড়ে'—

নলিনী। জুতোর লেস্ লাগাতিস্ বুঝি? আর ব্রেসলেট্ পরাতো কে?

মিস্টার লাহিড়ির প্রবেশ

মিষ্টার লাহিড়ি। আজ বরুণ নন্দীর আস্বার কথা আছে না?

নলিনী। হাঁ, তাঁর চিঠি পেয়েছি।

মিষ্টার লাহিড়ি। তা'হ'লে এখনো যে ড্রেস্ করো নি?

নলিনী। কি ড্রেস্ প'র্বো, তাই তো এতক্ষণ চারুর সঙ্গে পরামর্শ ক'র্ছিলুম।

মিষ্টার লাহিড়ি। দেখ, ভুলো না, সার হারকোর্ট তোমাকে কী চিঠি লিখেছেন, সেইটে বরুণ নন্দী দেখ্‌তে চেয়েছিলো—সেটা—

নলিনী। হাঁ, সেটা আমি বের করে' রাখ্‌বো, আর জেনেরাল্ পর্কিন্সের ভাইঝি তার অটোগ্রাফ-ওয়ালা যে ফোটো আমাকে দিয়েছিলো, সেটাও—

মিষ্টার লাহিড়ি। হাঁ হাঁ সেটা, আর সেই যে—

নলিনী। বুঝেছি, গবর্মেণ্ট হাউসে নেমন্তন্নে গিয়েছিলুম, তার নাচের প্রোগ্রামটা।

মিষ্টার লাহিড়ি। আজ কোন্ গানটা গাবে বলো তো?

নলিনী। সেই যে ঐটে,

Love's golden dream is done
Hidden in mist of pain.

মিষ্টার লাহিড়ি। হাঁ, হাঁ, first class। ওটা তোমার গলায় খুব মানায়, আর সেইটে—মনে আছে তো? In the gloaming, oh my darling.

নলিনী। আছে।

মিষ্টার লাহিড়ি। আর সব শেষে গেয়ো Good bye, sweet heart।

নলিনী। কিন্তু ওগুলো যে পুরুষের গান।

মিষ্টার লাহিড়ি। (হাসিয়া) তাতে ক্ষতি কী নেলি—আজকাল মেয়েরাও—

নলিনী। ভুল্‌তে আরম্ভ ক'রেছে যে, তারা মেয়ে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তাতে পুরুষদের একটুও ভুল হচ্চে না।

মিষ্টার লাহিড়ি। Bravo, well said। যাও এবার ড্রেস ক'র্‌তে যাও। অমনি সেই তোমার অটোগ্রাফ বইটা, সেই যেটাতে—

নলিনী। বুঝিছি, যেটাতে লর্ড বেরেস্‌ফোর্ডের কার্ড আঁটা আছে। আচ্ছা বাবা, সে হবে এখন। তুমি তৈরি হওগে, আমি যাচ্চি।

লাহিড়ির প্রস্থান।

লাহিড়ি। (ফিরিয়া আসিয়া) দেখ, একটা জিনিষ নোটিস্ ক'র্‌চি নেলি, সেটা তোমাকে বলা ভালো। তুমি অনেক সময়ে বরুণের সঙ্গে এমন টোনে কথা কও যে, সে মনে করে, তুমি তাকে একটুও সীরিয়াস্‌লি নিচ্চ না, তাই সে ভেবে পায় না যে, তুমি—

নলিনী। বুঝেছি, বাবা। সুবিধে পেলেই বুঝিয়ে দেব আমি খুব সীরিয়াস।

লাহিড়ি। আর একটা কথা। আমি ঠিক বুঝ্তে পারিনে তুমি সতীশকে কেমন যেন একটুখানি indulgence দাও।

চারু। না। মিষ্টার লাহিড়ি, নেলি তো তাকে কথায় কথায় নাকের জলে চোখের জলে করে। পৃথিবীতে ওর কুকুর টম্‌কে ছাড়া নেলি আর যে কাউকে একটু indulgence দেয়, এ তো আমি দেখিনি।

লাহিড়ি। কিন্তু সে আস্‌তেও ছাড়ে না। সে দিন চা পার্টিতে এমন একটা জুতো পরে' এসেছিলো, যে তার মচ্ মচ্ শব্দে দেয়ালের ইঁটগুলোকে পর্য্যন্ত চম্‌কিয়ে দিয়ে গেছে। ওকে নিয়ে এক এক সময় ভারি awkward হয়। তা ছাড়া ওর ট্রাউজারগুলো—থাক্‌গে, লোরেটোতে ছোটোবেলায় তোমার সঙ্গে ও এক সঙ্গে প'ড়েছিলো, ওকে আমি কিছু ব'ল্‌তে চাইনে, কিন্তু যে দিন বরুণরা আস্‌বে, সে দিন বরঞ্চ ওকে—

নলিনী। ভয় কী, বাবা, সে দিন বরঞ্চ সতীশকে ট্রাউজার না পরে' ধুতি পরে' আস্‌তে ব'ল্‌বো, আর দিল্লির জুতো, সে মচ্ মচ ক'র্‌বে না।

লাহিড়ি। ধুতি? পার্টিতে? আবার দিল্লির নাগরা?

নলিনী। পৃথিবীতে যে-সব বালাই অসহ্য, সেগুলো ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া ভালো।

চারু। ওর সঙ্গে কথায় পার্‌বেন না। এদিকে লোক আস্‌বার সময় হ'য়ে আস্‌চে। নেলি, তুই যা ভাই, কাপড় পরে' আয়, যদি কেউ লোক আসে, আমি তাদের সাম্‌লাব।

নলিনীর প্রস্থান।

লাহিড়ি। এই বুঝি ওর সব জন্মদিনের প্রেজেণ্ট? বরুণের ব্রেস্‌লেট্‌টা কী এমনি টেবিলের উপরেই থাকবে?

চারু। থাক্ না, আমি ওর উপর চোখ রাখ্‌বো।

লাহিড়ি। এটা কার? একটা মক্‌মলের মলাটের এল্‌বম্। এ দেখ্‌চি সতীশের! দাম লেখা আছে, মুছে ফেল্‌তেও হুঁস্ ছিলো না। এক টাকা বারো আনা। ইন্‌সলভেন্সির মাম্‌লা আন্‌তে হবে না। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড সেলে কেনা। এটাও কী এখানে থাক্‌বে নাকি?

চারু। সরাতে গেলে নেলি রক্ষা রাখ্‌বে না।

লাহিড়ি। থাক্ তবে, তুমি এখানে একটু বোসো, আমি ড্রেস করে' আসি।

প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

চারু। এত্ত সকাল সকাল যে?

সতীশ। (লজ্জিত হয়ে) দেখ্‌চি আমার ঘড়িটা ঠিক চ'ল্‌ছিলো না। যাই, বরঞ্চ আমি একটু ঘুরে আসিগে।

চারু। না, আপনি বসুন। সময় হ'য়ে এসেচে। নেলির প্রেজেণ্ট-গুলো দেখুন না। এই দেখ্‌বেন?

সতীশ। এ যে হীরের ব্রেস্‌লেট্। এ কে দিয়েচে?

চারু। মিষ্টার নন্দী। চমৎকার না?

সতীশ। বেশ।

চারু। এই মুক্তো-দেওয়া হেয়ার-পিন্‌টা আমার ভাই অমূল্যর দেওয়া। আর এই রূপোর দোয়াতদান—ও কি সতীশবাবু, যাচ্চেন না কী?

সতীশ। ভাব্‌চি, এই বেলা আমার কাজ সেরে আসি।

চারু। আপনার এল্‌বম্‌টি নেলির কাজে লাগ্‌বে। এই দেখুন না, মিষ্টার নন্দী ওকে তাঁর সই করা ফোটো পাঠিয়ে দিয়েচেন।

সতীশ। হাঁ, তাই তো দেখ্‌চি। আমার কিন্তু বিশেষ কাজ আছে, আমি যাই। আর দেখুন, এখনকার মতো এই এল্‌বম্‌টা আমি নিয়ে যাচ্চি—তার পরে—

চারু। কী ক'র্‌বেন?

সতীশ। না, ওটা—একবার—একটুখানি ঐ—আপনি দয়া করে' নেলিকে ব'ল্‌বেন যে, বিশেষ একটু কারণে এখনকার মতো—তার পরে আবার—এখন যাই—কাজ আছে। (প্রস্থান)

চারু। যাক্‌, বিদায় করে' দেওয়া গেলো। মা গো, কী টাই পরেই এসেচে! এল্‌বম্‌টাও গেলো। এই যে মিষ্টার লাহিড়ি, শুনে যান, সুখবর আছে, বক্‌শিস্‌ চাই।

নেপথ্যে। একটু পরেই যাচ্চি, আমার বাট্‌ন হুক্‌টা খুঁজে পাচ্চিনে।

সতীশকে লইয়া নলিনীর প্রবেশ

চারু। ও কি, নেলি, তোর ভালো করে' তো সাজা হ'লো না।

নলিনী। হঠাৎ কোতোয়ালি ক'র্‌তে হ'লো। ড্রেসিংরুমের জানলা দিয়ে দেখি চোর পালাচ্চে একটা মাল বগলে নিয়ে, তখনি নেমে গিয়ে বমাল সুদ্ধ গ্রেফতার করে' নিয়ে এসেছি।

চারু। বাস্‌রে, কী কড়া পাহারা? মালটা কি খুবই দামী, আর চোরটাও কী খুবই দাগী?

নলিনী। (সতীশকে) তুমি এসেই তখনি পালাচ্ছিলে যে, আর আমার একখানা এল্‌বম্‌ নিয়ে? (সতীশ নিরুত্তর)

চারু। ওঃ বুঝেছি, প্রাইভেট্ কামরায় বিচার হবে। নেলি, আমি তা'হ'লে তৈরি হ'য়ে আসিগে। তোর নাবার ঘরে টয়লেট ভিনিগার আছে তো?

নলিনী। আছে। (চারুর প্রস্থান) তোমার এ কী রকম দুর্ব্বুদ্ধি? আমার এল্‌বম্ নিয়ে—

সতীশ। লক্ষ্মীছাড়ার দান লক্ষ্মীকে পৌঁছয় না। যেটা যার যোগ্য নয়, সে জিনিষটা তার নয়, আমি এই বুঝি।

নলিনী। আর বগলে করে' সে নিয়ে যায়, সেটা যে তারই এই বা কোন্ শাস্ত্রে লেখে?

সতীশ। তবে সত্যি কথাটা বলি। আমি যে ভীরু, বেশ জোরের সঙ্গে কিছুই দিতে পারিনে। সেই জন্যে দিয়ে লজ্জা পাই।

নলিনী। তোমার এই এল্‌বমের মধ্যে কম জোরের লক্ষণটা কী দেখ্‌লে? এ তো টক্‌টকে লাল।

সতীশ। লজ্জায় লাল। কতবার মনে হ'য়েছিলো, এই এল্‌বমের মধ্যে নিজের একখানা ছবি পুরে দিই, "আমাকে মনে রেখো" এই করুণ দাবীটুকু বোঝাবার জন্যে। কিন্তু ভয় হ'লো, তুমি মনে ক'র্‌বে ওটা আমার স্পর্দ্ধা; খালি রেখে দিলুম, তুমি নিজে ইচ্ছে করে' যার ছবি রাখ্‌বে, ওর মধ্যে তারি স্থান থাক্।

নলিনী। খুব ভালো ব'ল্‌চো, সতীশ, ইচ্ছে ক'র্‌চে বইয়ে লিখে রাখি।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না।

নলিনী। আমার আর-এক জনের কথা মনে প'ড়্‌চে। সে দিয়েছিলো একখানা খাতা—তোমার এল্‌বমের মধ্যে যে-কথাটা না-লেখা

অক্ষরে আছে, সেইটে সে গানে লিখে দিয়েছিলো—শুধু তাই নয়, পাছে চোখে না পড়ে, তাই নিজে এসে গেয়ে শুনিয়েছিলো—

পাতা খানি শূন্য রাখিলাম,
নিজের হাতে লিখে রেখো শুধু আমার নাম।

সতীশ। কে লোকটা কে?

নলিনী। তার সঙ্গে ডুয়েল লড়্‌তে যাবে না কী? আমাদের কবি গো—কিন্তু কবিত্বে তুমি তাকেও ছাড়িয়ে গেছো—তোমার এ যে unheard melody। আমি শুন্‌তে পাচ্চি—

এই এল্‌বম্‌ শূন্য রইলো সবি,
নিজের হাতে ভ'রে রেখো শুধু আমার ছবি।

কিন্তু তোমার সব কথা বলা হয় নি।

সতীশ। না, হয়নি। বলি তা'হ'লে। এসে দেখ্‌লুম—সবাই আমার মতো ভীরু নয়। যার জোর আছে, সে নিজের ছবিতে নিজের নাম লিখে পাঠাতে সঙ্কোচ করে না। মনে বুঝলুম, আমি দিয়েছি শূন্য পাতা, আর তারাই দিলে পূর্ণ করবার জিনিষ।

নলিনী। তোমাকে এখনি বুঝিয়ে দিচ্চি ভুল ক'রেছে সে। ছবি দিতে সবাই পারে, ছবি রাখ্‌বার জায়গা দিতে ক'জন পারে। ভীরু, তোমার অদৃশ্য ছবিরই জিৎ থাক্। (নন্দীর ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিল) ও কি, অমন করে' লাফিয়ে উঠলে কেন? মৃগী-রোগে ধ'র্‌লো নাকি?

সতীশ। কোন্ রোগে ধ'রেছে, তা অন্তর্যামী জানেন। নেলি, একবার তুমি আমাকে স্পষ্ট করে'—

নলিনী। এই বুঝি নাটক সুরু হ'লো? চোখের সাম্‌নে দেখ্‌লে

তো যে-ছবি চেঁচিয়ে কথা কয়, তার কী দশা। যে মানুষ চুপ করে' থাক্‌তে জানে না, তারো—

সতীশ। আর কাজ নেই, নেলি, থাক্। তোমাকে কত ভয় করি, তুমি জানো না।

নলিনী। ভয় যদি করো' তা'হ'লে এল্‌বম্ চুরি কোরো না। আমি কাপড় ছেড়ে আসিগে।

সতীশ। একটি অনুরোধ। Unheard melody আমার মুখে খুবই মিষ্টি, কিন্তু তোমার মুখে নয়। তোমার জন্মদিনে তোমার মুখে একটি গান শুনে যাব।

নলিনী। আচ্ছা।

গান

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,
নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেলো ঢালা
পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে'
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে'
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে
প্রিয় হে প্রিয়।
বাসনার রঙে লহরে লহরে
রঙীন হোলো।

করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক্ তব নিশ্বাস
নবীন উষার পুষ্প সুবাস,
এরি পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো।

চারুর প্রবেশ

চারু। এ কি কর্‌ছিস্, নেলি? মিষ্টার নন্দীর ফোটো—

নলিনী। যে মাটির গর্ভে হীরে থাকে, যে মাটির বুকে ভুঁইচাঁপা ফুল ফোটে, সেই মাটীর হাতে ওকে সমর্পণ করে' দিয়েছি। এর চেয়ে আর কত সম্মান হবে?

চারু। ছি ছি; নেলি, মিষ্টার নন্দী জান্‌তে পার্‌লে কী মনে ক'র্‌বেন? এ যে একবারে ছিঁড়ে ফেলেছিস্।

নলিনী। ইচ্ছে করিস্ তো তোর ঘরের আটা দিয়ে তুই জোড়া দিয়ে নিতে পারিস্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিধুমুখী ও সতীশ

সতীশ। মা, কোনোমতে টাকাটা পেয়েছি, নেক্‌লেসও নেলির ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাবার সেকালের আমলের সোনার গুড়গুড়িটা সিন্দুরেপটির মতি পাল্লের ওখানে যে বাঁধা রেখে এলুম, নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌চিনে।

বিধুমুখী। তোর কোনো ভয় নেই, সতীশ। তিনি এ সব জিনিষের পরে কোনো মমতাই রাখেন না। কেবল ওঁর ঠাকুরদাদার জিনিষ বলেই আজ পর্য্যন্ত লোহার সিন্দুকে ছিলো। এক দিনের জন্যে খবরও রাখেন নি। সেটা আছে কী গেছে, সে তাঁর মনেও নেই।

সতীশ। সে আমি জানি। কিন্তু ভারী ভয় হচ্ছে, যারা বন্ধক রেখেছে, তারা হয় তো বাবাকে চিঠি লিখে খোঁজ ক'র্‌বে। তুমি কোনো-মতে তোমার গহনাপত্র দিয়ে সেটা খালাস করে' দাও।

বিধুমুখী। হায়রে কপাল, গহনাপত্র কিছু কী বাকি আছে। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস্‌নে। যাই হোক, আমি ভয় করিনে—প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে নলিনীর সঙ্গে আগে তোর কোনোমতে বিয়ে হয়ে যাক্‌, তার পরে তোর বাবা যা বলেন, যা করেন, সব সহ্য ক'র্‌তে হবে। কথাবার্ত্তা কিছু এগিয়েচে?

সতীশ। সর্ব্বদা যে রকম লোক ঘিরে থাকে, কথা কবো কখন্‌? জানো তো সেই নন্দী—সে যেন বিলিতি কাঁটা গাছের বেড়া। তার

বুলিগুলো সর্ব্বাঙ্গে বিঁধতে থাকে। সেই দৈত্যটার হাত থেকে রাজকন্যার উদ্ধার করি কী উপায়ে?

বিধুমুখী। আমি মেয়েমানুষ, মেয়ের মন বুঝ্‌তে পারি—মনে মনে সে তোকে ভালোবাসে।

সতীশ। সে আমি জানিনে। কিন্তু বরুণ নন্দীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেল। বাবা একটু দয়া ক'র্‌লেই কোনো ভাবনা ছিলো না। কিন্তু—

বিধুমুখী। তোর কী চাই বল না।

সতীশ। ভালো বিলিতি সুট। চাঁদনীর কাপড় প'র্‌লেই ভরসা কমে যায়; নন্দীর মতো করে' সজোরে নলিনীর সঙ্গে কথাই কইতে পারিনে। বাড়িশুদ্ধ সব্বাই আমার দিকে এমন ক'রে তাকায় যেন আমার গায়ে কাপড়ই নেই, আছে নর্দ্দমার পাঁক।

বিধুমুখী। আমি তোর কাপড়ের দুর্দ্দশা তোর মাসীকে আভাসে জানিয়ে রেখেছি। আজ এখনই তাঁর আস্‌বার কথা। আজই হয় তো একটা কিনারা হ'য়ে যাবে।

সতীশ। ঐ যে মেসোমশায়কে নিয়েই তিনি আস্‌চেন মা, যেমন করে' পারো আজই যেন—কিন্তু মা, সেই গুড়গুড়ি—বাবা যদি জান্‌তে পারেন, মেরে ফেল্‌বেন।

বিধুমুখী। আমি বলি কি—কোনো ছুতোয় সেই নেক্‌লেস্‌টা যদি নলিনীর কাছ থেকে—

সতীশ। সে কথাও ভেবেছি। তা হ'লেই আমার লজ্জা পূরো হয়। এক একবার মনে করি, সংসারে যত মুস্কিল, সব আমারই! বরুণ নন্দীর বাপ কি কোনো কালে ছিলো না? যে রকম দেখ্‌চি,

একটা কোনো গল্প বলে' নেক্‌লেস্‌টা ফিরিয়ে আন্‌তে হবে, তার পরে আমার নিজের গলায় পর্‌বার জন্যে গয়না মিল্‌বে!

বিধুমুখী। সে আবার কী?

সতীশ। এক গাছা দড়ি।

বিধুমুখী। দেখ্‌, আমাকে আর রোজ রোজ কাঁদাস্‌ নে। আমার রক্ত শুকিয়ে গেল, চোখের জলও বাকি নেই। একদিকে তোর বাবা, আর একদিকে তুই—উপরে সরার চাপ আর নীচে আগুন, আমি যে গুমে গুমে—

সতীশের মাসি সুকুমারী ও মেসোমশায় শশধর বাবুর প্রবেশ

এসো দিদি, ব'সো। আজ কোন্‌ পুণ্যে রায়মশায়ের দেখা পাওয়া গেলো। দিদি না আস্‌লে তোমার আর দেখা পাবার যো নেই।

শশধর। এতেই বুঝবে তোমার দিদির শাসন কি কড়া। দিন-রাত্রি চোখে চোখে রাখেন!

সুকুমারী। তাই বটে, এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায় না।

বিধুমুখী। নাক ডাকার শব্দে।

সুকুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কি কাপড় প'রেছিস্‌? তুই কি এই রকম ধুতি পরে' কলেজে যাস্‌ না কি? বিধু, ওকে যে লাউঞ্জ সুট্‌টা কিনে দিয়েছিলাম, সে কি হ'লো?

বিধুমুখী। সে ও কোন্‌কালে ছিঁড়ে ফেলেছে!

সুকুমারী। তা তো ছিঁড়বেই। ছেলেমানুষের গায়ে কাপড় কত দিন টেকে! তা তাই বলে' কি আর নূতন সুট্‌ তৈরি করাতে নেই! তোদের ঘরে সকলি অনাসৃষ্টি!

বিধুমুখী। জানই তো দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখ্‌লেই আগুন হ'য়ে ওঠেন। আমি যদি না থাক্‌তেম তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘুন্‌সি পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন—মা গো! এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দও কারো দেখিনি!

সুকুমারী। মিছে না! এক বই ছেলে নয়, একটু সাজাতে গোজাতেও ইচ্ছা করে না। এমন বাপও তো দেখিনি! সতীশ আমি তোর জন্য একসুট কাপড় র‍্যাম্‌জের ওখানে অর্ডার দিয়ে রেখেছি। আহা, ছেলেমানুষের কি সখ হয় না?

সতীশ। এক সুটে আমার কি হবে, মাসিমা। লাহিড়ি সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে—সে আমাকে তাদের বাড়ীতে টেনিস খেলায় নিমন্ত্রণ ক'রেছে, আমি নানা ছুতো করে' কাটিয়ে দিই। আমার তো কাপড় নেই!

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো, সতীশ!

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। ওর তোমার মতন বয়স যখন হবে, তখন—

শশধর। তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোর পরামর্শ শোন্‌বার অবসর হবে না।

সুকুমারী। আচ্ছা, মশায়, বক্তৃতা কর্‌বার অন্য লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জুটতো, তবে তোমাদের কি দশা হ'তো ব'লো দেখি।

শশধর। সে কথা বলে' লাভ কি! সে অবস্থা চোখ বুজে কল্পনা করাই ভালো!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। কর্তাবাবু লোহার সিন্দুকের চাবি চেয়েছেন।

সতীশ। (কানে কানে) সর্ব্বনাশ, মা, সর্ব্বনাশ। গুড়গুড়ির খোঁজ পড়েছে।

বিধু। একটু চুপ কর তুই। কেন রে, চাবি কেন?

ভৃত্য। কাল কোথায় যাবেন, চেক-বইটা চান।

বিধু। আচ্ছা, একটু সবুর ক'র্‌তে বল্‌, চাবি নিয়ে এখনি যাচ্ছি।

ভৃত্যের প্রস্থান।

সতীশ। মা, লোহার সিন্দুক খুল্‌লেই তো—

বিধু। একটু থাম্‌! আমাকে একটু ভাব্‌তে দে।

সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না, না, এখানে আস্‌তে হবে না, আমি যাচ্ছি!

প্রস্থান।

সুকুমারী। সতীশ ব্যস্ত হ'য়ে পালাল কেন, বিধু?

বিধুমুখী। থালায় করে' তার জলখাবার আন্‌ছিলো কি না, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লজ্জা।

সুকুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হ'তে পারে। ও সতীশ, শোন্‌ শোন্‌।

সতীশের প্রবেশ

তোর মেসো মশায় তোকে পেলেটির বাড়ী থেকে আইস্‌ক্রিম্‌ খাইয়ে আন্‌বেন, তুই ওঁর সঙ্গে যা! ওগো, যাও না—ছেলেমানুষকে একটু—

সতীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে' যাবো?

বিধুমুখী। কেন, তোর তো চাপ্‌কান আছে।

সতীশ। চাপকান তো পেলেটির খানসামাদেরও আছে। বেমালুম দলে মিশে যাব।

সুকুমারী। আর যাই হোক্ বিধু, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি, তাই রক্ষা! বাস্তবিক, চাপ্‌কান দেখলেই খান্‌সামা কিম্বা যাত্রাদলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আর নেই!

শশধর। এ কথাগুলো—

সুকুমারী। চুপি চুপি ব'ল্‌তে হবে? কেন ভয় ক'র্‌তে হবে কা'কে? মন্মথ নিজের পছন্দ মতো ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাবো না?

শশধর। সর্ব্বনাশ! কথা বন্ধ ক'র্‌তে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সাম্‌নে এ সমস্ত আলোচনা—

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা বেশ! তুমি ওকে পেলেটির ওখানে নিয়ে যাও।

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, লোহার সিন্দুকের চাবি বাবাকে কিছুতেই দিয়ো না—বরঞ্চ আমার সেই ঘড়ির কথাটা তুলে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে ভুলিয়ে রেখো।

সুকুমারী। এই যে মন্মথ আস্‌চেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকাবকি করে' অস্থির করে' তুলবেন। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়—আমরা পালাই।

প্রস্থান।

মন্মথের প্রবেশ

বিধু। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে' ক'দিন আমাকে অস্থির করে' তুলেছিলো। দিদি তাকে একটা রূপোর ঘড়ি দিয়েছেন। আগে থাকতে বলে' রাখলেম, তুমি আবার শুন্‌লে রাগ ক'র্‌বে।

মন্মথ। আগে থাক্‌তে বলে' রাখ্‌লেও রাগ ক'রবো।—শোনো, লোহার সিন্দুকের চাবিটা—

বিধু। তুমি একলা বসে' বসে' রাগ করো। আমি চ'ল্‌লুম, আমি আর সইতে পার্‌চি নে।

প্রস্থান।

মন্মথ। শশধর, সে ঘড়িটা তোমায় ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

শশধর। তুমি যে লোহার সিন্দুক খুল্‌তে যাচ্ছিলে, যাও না।

মন্মথ। সে পরে হবে, কিন্তু ঘড়িটা এখনি তুমি নিয়ে যাও!

শশধর। তুমি তো আচ্ছা লোক। ঘড়ি তো নিয়ে গেলুম; তার পর থেকে আমার সময়টা কাট্‌বে কি রকম? ঘরের লোকের কাছে জবাবদিহী ক'র্‌তে গিয়ে আমাকে যে ঘরছাড়া হ'তে হবে।

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ সব ভালবাসি নে!

শশধর। ভালবাস না, কিন্তু সহ্যও ক'র্‌তে হয়। সংসারের এই নিয়ম।

মন্মথ। নিজের সম্বন্ধে হ'লে নিঃশব্দে সহ্য ক'র্‌তেম। ছেলেকে মাটি ক'র্‌তে পারি না।

শশধর। সে তো ভালো কথা! কিন্তু স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে খাড়া উল্টোমুখে চ'ল্‌তে গেলে বিপদে প'ড়্‌বে।—তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে ঘুরে গেলে ফল পাওয়া যায়! বাতাস যখন উল্টো বয়, জাহাজের পাল তখন আড় করে' রাখ্‌তে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও! ভীরু!

শশধর। তোমার মতো অসমসাহস আমার নেই। যাঁর ঘরকন্নার

অধীনে চব্বিশ ঘণ্টা বাস ক'রতে হয়, তাঁকে ভয় না ক'রবো তো কা'কে করবো ? নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে' লাভ কি ? আঘাত ক'রলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট। তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর যুক্তিকে অকাট্য বলে' কাজের বেলায় নিজের যুক্তিতে চলাই সৎপরামর্শ— গোঁয়ার্ত্তামি ক'রতে গেলেই মুস্কিল বাধে। আমি চ'ল্লেম, যা ভালো বোঝো কর।

শশধরের প্রস্থান।

বিধুর প্রবেশ

মন্মথ। তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতি পোষাক পরাতে আরম্ভ ক'রেছো, সে আমার পছন্দ নয়।

বিধু। পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে। আজকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে।

মন্মথ। (হাসিয়া) সকলের মতেই যদি চ'ল্বে, তবে সকলকে ছেড়ে একটিমাত্র আমাকেই বিয়ে ক'র্লে কেন ?

বিধু। তুমি যদি একমাত্র নিজের মতেই চ'ল্বে, তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিয়ে ক'র্বার কি দরকার ছিলো ?

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধু। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে— কিন্তু আমি তো আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম ; তুমি আমার সংসার-মরু-ভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণিবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক। তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে' তুলো না !

বিধু। কেন ক'র্‌বো না? তাকে কি চাবা ক'র্‌বো?

মন্মথ। লোহার সিন্দুকের চাবিটা—

বিধবা জায়ের প্রবেশ

জা। ভাই, তোমরা এখানে ভালো হ'য়ে ব'সেই কথা কওনা! দাঁড়িয়ে কেন? আমি পাশের ঘরে আছি ব'লে বুঝি আলাপ জম্‌ছে না? ভয় নেই ভাই, আমি নীচের ঘরে যাচ্চি।

প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ ও বাপকে দেখিয়াই পলায়ন

মন্মথ। ও কি ও, তোমার ছেলেটাকে কি মাখিয়েছো?

বিধু। মূর্চ্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়, একটুখানি এসেন্স মাত্র। তাও বিলাতি নয়—তোমাদের সাধের দিশি!

মন্মথ। আমি তোমাকে বারবার ব'লেছি, ছেলেদের তুমি এ সমস্ত সৌখীন জিনিস অভ্যাস করাতে পার্‌বে না।

বিধু। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল থেকে মাথায় কেরোসিন মাখাবো, আর গায়ে কাষ্টর অয়েল্।

মন্মথ। সে-ও বাজে খরচ হবে। কেরোসিন কাষ্টর অয়েল্ গায় মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধু। তোমার মতে আবশ্যক জিনিষ কটা আছে, তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে ব'স্‌তে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদ-প্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এত কালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়্‌লে এ-বয়সে হয় তো সহ্য হবে না! যাই হোক্, এ-কথা আমি তোমাকে আগে থাক্‌তে ব'লে রাখ্‌ছি,

ছেলেটিকে তুমি সাহেব করো বা নবাব করো, তার খরচ আমি জোগাবো না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে, তাতে তার সখের খরচ চ'লবে না!

বিধু। সে আমি জানি। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কপ্নি পরানো অভ্যাস করাতেম।

মন্মথ। আমিও তা জানি! তোমার ভগিনীপতি শশধরের পরেই তোমার ভরসা। তার সন্তান নেই বলে' ঠিক করে' বসে' আছ, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে পড়ে, দিয়ে যাবে। সেই জন্যই যখন তখন ছেলেটাকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে এক গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়্বার জন্য পাঠিয়ে দাও! আমি দারিদ্র্যের লজ্জা অনায়াসেই সহ্য ক'র্তে পারি; কিন্তু ধনী কুটুম্বের সোহাগ যাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।

বিধু। ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গায়ে সয় না, এত বড়ো মানী লোকের ঘরে আছি, সে তো পূর্ব্বে বুঝ্তে পারি নি।

বিধবা জার ঘরে প্রবেশ

জা। ভাব্লুম, এতক্ষণে কথা ফুরিয়ে গেছে, এইবার ঘরে এসে পানগুলো সেজে রাখি। কিন্তু এখনো ফুরোলো না। মেজ-বৌ, তোদের ধন্য! আজ সে তোর ন' বছর বয়স থেকে সুরু হ'য়েচে, তবু তোদের কথা যে আর ফুরোলো না! রাত্রে কুলোয় না, শেষকালে দিনেও দুইজনে মিলে ফিস্ ফিস্। তোদের জিবের আগায় বিধাতা এত মধু দিন-রাত্রি জোগান্ কোথা থেকে, আমি তাই ভাবি। রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধুরালাপে ব্যাঘাত ক'র্বো না।

বিধু। না দিদি, আমাদের মধুরালাপ লোকালয় থেকে অনেক দূরে গিয়েই ক'র্‌তে হবে, নইলে সবাই দৃষ্টি দেবে। ওগো, এসো—ছাতে এসো, গোটাকতক কথা বলে' রাখি। তুমি আবার নাকি হঠাৎ কাল লঙ্কাদ্বীপে যাচ্ছ—এখানকার হাওয়া তোমার সহ্য হচ্চে না।

উভয়ের প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। জেঠাইমা!

জেঠাইমা। কি বাপ।

সতীশ। বাবা কাল ভোরে জাহাজে করে' কলম্বো যাবেন, তাই কালই লাহিড়ি সাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াতে ডেকেছেন, তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো না।

জেঠাইমা। আমার যাবার দরকার কি, সতীশ!

সতীশ। যদি যাও তো তোমার এ কাপড়ে চ'ল্‌বে না, তোমাকে—

জেঠাইমা। সতীশ, তোর কোনো ভয় নেই, আমি এই ঘরেই থাক্‌বো, যতক্ষণ তোর বন্ধুর চা খাওয়া না হয়, আমি বা'র হবো না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে ক'র্‌ছি, তোমার ওই সামনের ঘরটাতেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবস্ত ক'র্‌বো। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক—চা খাবার, ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মা'র শোবার ঘরে সিন্দুক্ ফিন্দুক্ কত কি র'য়েচে, সেখানে কা'কেও নিয়ে যেতে লজ্জা করে।

জেঠাইমা। আমারও ঘরে তো জিনিষপত্র—

সতীশ। ওগুলো বা'র করে' দিতে হবে। বিশেষত তোমার ঐ বঁটি চুপ্‌ড়ি বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখ্‌লে চ'ল্‌বে না।

জেঠাইমা। কেন বাবা, ওগুলোতে এত লজ্জা কিসের? তাদের বাড়িতে কি কুট্‌নো কুট্‌বার নিয়ম নেই?

সতীশ। তা জানিনে জেঠাইমা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখ্‌লে নরেন লাহিড়ি নিশ্চয় হাস্‌বে, বাড়ি গিয়ে তার বোন্‌দের কাছে গল্প ক'র্‌বে।

জেঠাইমা। শোনো একবার ছেলের কথা শোনো। বঁটি চুপড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে ভাই-বোনে মিলে গল্প ক'র্‌তে তো শুনি নি।

সতীশ। তোমাকে আর এক কাজ ক'র্‌তে হবে, জেঠাইমা—আমাদের নন্দকে তুমি যেমন করে' পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শুন্‌বে না, খালি গায়ে ফস্ করে' সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি গায়ে—

সতীশ। তিনি তো কাল কলম্বোয় যাবেন।

জেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস্, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ওই খানাটানাগুলো—

সতীশ। সে ভালো করে' সাফ করিয়ে দেবো এখন।

জেঠাইমার প্রস্থান ও বিধুর প্রবেশ

বিধু। পার্‌লুম না, জানো তো সতীশ, তিনি যা ধরেন, তা কিছুতেই ছাড়েন না! কত টাকা হ'লে তোমার মনের মত পোষাক হয় শুনি।

সতীশ। একটা মর্ণিং স্যুট তো মাসি অর্ডার দিয়েচেন, আর একটা

লাউঞ্জ স্যুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভনিং ড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

বিধু। বলো কি সতীশ। এ তো আড়াইশো টাকার ধাক্কা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফকিরি ক'র্‌তে চাও, সে ভালো, আর যদি ভদ্র সমাজে মিশতে হয় তো খরচ ক'র্‌তে হবে। সুন্দর-বনে পাঠিয়ে দাও না কেন, সেখানে বনের বাঁদররা ড্রেস্ কোট পরে না।—কিন্তু মা, সেই গুড়গুড়ি! একটা প্ল্যান ভেবেছি, তুমি বাবাকে বলো যে, কাল রাত্রে তোমার লোহার সিন্দুকের চাবি চুরি গেছে।

বিধু। দেখ সতীশ, এ দিকে তোর বাবার বিষয়বুদ্ধি একটুও নেই—কিন্তু ওঁকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। ধরা পড়ে' যাবি।

সতীশ। ধরা তো এক সময়ে প'ড়্‌বোই। আপাতত কোনো রকম করে'—তা ছাড়া কাল তো উনি কলম্বোয় যাচ্চেন, ইতিমধ্যে যা হয় একটা উপায় করা যাবে। যথেষ্ট সময় পেলে নেক্‌লেস্‌টা চাই কি ফিরিয়েও নিতে পারি। অনেক ভেবে দেখ্‌লুম শেষকালে—ঐ যে বাবা আস্‌চেন। মা, এখনি, আর দেরি কোরো না।

সতীশের প্রস্থান।

শশধর ও মন্মথের প্রবেশ

বিধু। ওগো শুন্‌চো, সর্ব্বনাশ হ'য়েচে। কাল রাত্রে লোহার সিন্দুকের চাবি চুরি গেছে।

শশধর। সে কি কথা বউ। কোথায় চাবি রেখেছিলে, কে ক'র্‌লে এমন কাজ?

বিধু। তাই তো ভাব্‌ছি, হয় তো নতুন বেহারাটা—

শশধর। মন্মথ, তুমি যে একেবারে অবিচলিত? একবার খোঁজ করে' দেখো।

মন্মথ। কোনো লাভ নেই।

শশধর। কি গেল না গেল, সেটা তো একবার দেখাও চাই।

মন্মথ। কিছু নিশ্চয় গেছে, শুধু চাবি নিয়ে ঝম্‌ঝমিয়ে বেড়াবে, চোরের এমন সখ প্রায় থাকে না।

শশধর। কিন্তু কে চোর, সেটা তো বের করা চাই।

মন্মথ। সাধুর চেয়ে যার দরকার অনেক বেশি, সেই হয় চোর।

শশধর। আমি কি তোমার কাছে চোরের definition চাচ্চি? ব'ল্‌চি সন্ধান করা চাই তো?

মন্মথ। (উত্তেজনার সহিত) না, চাইনে, না, চাইনে। ভিতরে যে আছে, তাকে বাইরে সন্ধান ক'র্‌তে যাওয়া বিড়ম্বনা।

শশধর। কি ব'ল্‌চো মন্মথ। চলো না একবার দেখেই আসা যাক্‌।

মন্মথ। নিষ্ফল, নিষ্ফল, আমার দেখা শেষ হ'য়ে গেছে।

শশধর। অন্তত কালকে কলম্বো যাওয়াটা স্থগিত রাখো, একটা পুলিস তদন্ত করাও।

মন্মথ। কলম্বোর চেয়ে আরও অনেক দূরে যাওয়া দরকার— সাউথ পোলে, সেখানে থাকে পেঙ্গুয়িন পাখী, সেখানে থাকে সিন্ধুঘোটক, সেখানে চাবিও চুরি যায় না, আর পুলিস তদন্তর ঠাট্‌ বসাতে হয় না।

শশধর। বউ যে একেবারে চুপ, মুখ হ'য়ে গেছে সাদা। চলো বরঞ্চ তোমাতে আমাতে একবার—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। সাহেববাড়ি থেকে এই কাপড় এসেছে।

মন্মথ। নিয়ে যা, কাপড় নিয়ে যা, এখনি নিয়ে যা।

ভৃত্যের প্রস্থান।

শশধর। আহা, আহা, ক'র্‌চো কি মন্মথ। কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে আমাকেই—

মন্মথ। ঐ কাপড়গুলোতেই আছে চাবিচুরির ব্যাক্‌টীরিয়া—টাকা চুরির বীজ—এই আমি তোমাকে বলে' গেলুম। (প্রস্থান। বিধুমুখীর মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কান্না)

শশধর। বউ, ছি, ছি, এমন করে' কাঁদতে নেই। ওঠো ওঠো।

বিধু। রায় মশায়, আমার বেঁচে সুখ নেই।

শশধর। কিছুই বুঝতে পার্‌চি নে। মন্মথ কাকে সন্দেহ ক'র্‌চে। সতীশকে না কি?

বিধু। নিজের ছেলেকে যদি সন্দেহ না ক'র্‌বে, তবে বাপ কিসের? যদি মা হতো, ছেলেকে গর্ভে ধারণ ক'র্‌তো, তা' হ'লে বুঝতো ছেলে ব'ল্‌তে কী বুঝায়। গেছে তো গেছে না হয় সোনার গুড়গুড়িটাই গেছে, আমার সতীশ কি ওঁর সোনার গুড়গুড়ির চেয়ে কম দামের?

শশধর। সোনার গুড়গুড়ির কথা কি ব'ল্‌চো? সিন্দুক থেকে কী গেছে, দেখেচো না কি?

বিধু। হাঁ; তা,—না দেখিনি। আমি ব'ল্‌চি ওঁর সিন্দুকে সেই গুড়গুড়ি ছাড়া আর তো দামী জিনিষ নেই,—তা সেটা যদি চুরি হ'য়েই থাকে, তাই ব'লেই কি ছেলেকে সন্দেহ?

শশধর। তোমার সন্দেহটা কাকে বউ?

বিধু। কেন? ওঁর তো সেই বড়ো ভালবাসার উড়ে বেয়ারা আছে, বনমালী। তার হাতেই তো ওঁর সব। সে হ'লো ভারী সাধু, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। একটু ইসারাতেও বলো দেখি পুলিস দিয়ে তার বাক্সো তল্লাস ক'রতে, হাঁ হাঁ করে' মারতে আসবেন—সে তো ওঁর ছেলে নয়। ওঁর বেয়ারা, তাই তার পরে এত ভালবাসা।

শশধর। কিছু মনে কোরো না বউ, আমি যাচ্চি, ওকে বুঝিয়ে ব'লচি।

প্রস্থান।

সতীশের দ্রুত প্রবেশ

সতীশ। মা, ভয়ানক বিপদ।

বিধু। আবার কি হ'লো? বুকের ধড়ধড়ানি এক মুহূর্ত্ত থামতে দিলো না।

সতীশ। সেই যে মতি পাল, যার কাছে টাকা ধার নিয়েছিলুম, সে বাবার কাছে চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছে দেখলুম—এতক্ষণে বোধ হয়—

বিধু। সর্ব্বনাশ! যা তুই রায় মশায়কে শীগ্‌গির আমার কাছে পাঠিয়ে দে, এখনো তিনি যান নি।

সতীশের প্রস্থান।

মন্মথর প্রবেশ

মন্মথ। এই দেখ চিঠি। পড়ে' দেখ।

বিধু। না, আমি প'ড়তে চাইনে।

মন্মথ। প'ড়তেই হবে।

বিধু। (চিঠি পড়িয়া) তা কি হ'য়েছে?

মন্মথ। বেশি কিছু না, চুরি হ'য়েছে, আমার গুড়গুড়ি চুরি।

বিধু। নিজের ছেলে নিয়েছে, তাকে বলো চুরি? ব'ল্‌তে তোমার জিব্‌ টাক্‌রায় আট্‌কে গেলো না?

মন্মথ। যে কথা ব'ল্‌তে জিব আট্‌কে যাওয়া উচিত ছিলো, সে কথা তুমিই ব'লেচো।

বিধু। কি ব'লেচি?

মন্মথ। সেই চাবি চুরির মিথ্যে গল্প।

বিধু। বেশ ক'রেচি। নিজের ছেলের জন্য ব'লেচি,—তার বাপের হাত থেকে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ব'লেচি।

মন্মথ। প্রাণ বাঁচালেই কি বাঁচানো হ'লো?

বিধু। অনেক হ'য়েচে, আর ধর্ম্ম উপদেশ শুন্‌তে চাইনে। এখন ছেলের উপর কোন্‌ জল্লাদী ক'রতে চাও, খোলসা করে' বলো।

মন্মথ। পুলিসে খবর দেবো।

বিধু। দাও না। চাবি আমার হাতে ছিলো, আমিই তো চুরি করে' ওকে দিয়েচি। যাক্‌ আমাকে নিয়ে জেলে, সেখানে আমি সুখে থাক্‌বো। অনেক সুখে, এর চেয়ে অনেক সুখে; মনে হবে স্বর্গে গেচি।

মন্মথ। দরকার নেই; তোমাদের কোথাও যেতে হবে না, অনেক সুখে, এর চেয়ে অনেক সুখে; মনে হবে স্বর্গে গেচি।

মন্মথ। দরকার নেই; তোমাদের কোথাও যেতে হবে না, অনেক দিন আগেই যার যাওয়া উচিত ছিলো, সেই একলা যাবে।

প্রস্থান।

শশধরের প্রবেশ

শশধর। আমাকে এ বাড়িতে দেখ্‌লে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে কালো

কোর্ত্তা ফর্‌মাস দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেচি। ওর আবার বুকের ব্যামো, ভয় হয়, পাছে আমাদের কথায় উত্তেজিত হ'য়ে ওর বিপদ ঘটে। যা হোক, এ ব্যাপারটা কি হ'লো? তুমি ব'ল্‌লে চাবি চুরি, যে রকমটা দেখা যাচ্চে, তাতে কথাটা—

বিধু। সবই তো শুনেছো। ব'ল্‌তে গেলে সতীশেরই জিনিষ, ওরই আপন প্রপিতামহের। আজ বাদে কাল ওরই হাতে আস্‌তো, সেইটে নিয়েচে ব'লেই—

শশধর। তা যা বলো বউ, কাজটা ভালো হয়নি, ওটা চুরিই বটে।

বিধু। তাই যদি হয়, তবে প্রপিতামহের দান সতীশকে নিতে না দিয়ে উনি সেটা তালাবন্ধ করে' রেখেচেন, সে-ও কি চুরি নয়? এ গুড়্‌গুড়ি কি ওঁর আপন উপার্জ্জনের টাকায়?

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কি সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা করে' করো না, এখন কি মুস্কিলে প'ড়েছো দেখ দেখি!

সতীশ। মুস্কিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি। ফাঁস করো নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কত?

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধু। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কি কথা তুই বলিস্, আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দগ্ধাস্‌নে।

শশধর। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা যদি বা কখনো মনেও আসে, তবু কি মা'র সাম্নে উচ্চারণ করা যায়? বড়ো অন্যায় কথা।

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, তোমাকেও বলে' রাখি, আমি যেমন করে' পারি, সেই নেক্‌লেস্‌টা ফিরিয়ে এনে বাবার গুড়গুড়ি উদ্ধার করে' তাঁর হাতে দিয়ে তবে এ বাড়ি থেকে ছুটি নেবো। বাবার সম্পত্তি যে আমার নয়, এ কথাটা খুব স্পষ্ট করে' বুঝতে পেরেছি। আর যাই হোক্‌, আমার প্রাণটা তো আমার, এটা তো বাবার লোহার সিন্দুকে বাঁধা পড়েনি, এটা তো রাখ্‌তেও পারি, ফেল্‌তেও পারি।

সুকুমারীর প্রবেশ

বিধু। দিদি, সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্ দিন কি করে' বসে। আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। ও যা বলে, শুনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। কি সর্ব্বনাশ! সতীশ, আমার গা ছুঁয়ে বল্, এমন সব কথা মনেও আন্‌বি নে। চুপ করে' রইলি যে। লক্ষ্মী বাপ আমার। তোর মা মাসির কথা মনে করিস্।

সতীশ। জেলে বসে মনে করার চেয়ে এ সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো!

সুকুমারী। আমরা থাক্‌তে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে?

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা, সে দেখবো কত বড়ো পেয়াদা; ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও না, ছেলেমানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া!

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন্মথ আমার মাথায় ইঁট ফেলে না মারে!

সতীশ। মেসোমশায়, সে ইঁট তোমার মাথায় পৌঁছবে না, আমার

ঘাড়ে প'ড়বে। একে একজামিনে ফেল ক'রেছি; তার উপর দেনা, এর উপরে জেলে যাবার এত বড়ো সুযোগটা যদি মাটি হ'য়ে যায়, তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ ক'র্‌বেন না।

বিধু। সত্য দিদি। সতীশ মেসোর টাকা নিয়েচে শুন্‌লে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি থেকে বা'র ক'রে দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই না কি? ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে না! আমার তো ছেলেপুলে নেই, আমিই না হয় ওকে মানুষ করি? কি বলো গো?

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাচ্চা, ওকে টান্‌তে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচান দায় হবে।

সুকুমারী। বাঘ মশায় তো বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে' দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই, এখন তিনি কোনো কথা বল্‌তে পার্‌বেন না।

শশধর। বাঘিনী কি বলেন; বাচ্ছাই বা কি বলে?

সুকুমারী। যা বলে, আমি জানি, সে-কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে না। তুমি এখন দেনাটা শোধ করে' দাও।

বিধু। দিদি।

সুকুমারী। আর দিদি দিদি করে' কাঁদ্‌তে হবে না। চল্ তোর চুল বেঁধে দিই গে। এমন ছিরি করে' তোর ভগ্নীপতির সাম্‌নে বা'র হ'তে লজ্জা করে না?

শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মন্মথের প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই, তুমি একটু বিবেচনা করে' দেখো—

মন্মথ। বিবেচনা না ক'রে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাটো করো! ছেলেটাকে কি জেলে দেবে? তাতে কি ওর ভালো হবে?

মন্মথ। তা জানিনে, কিন্তু যার যেটা প্রাপ্য, সে তাকে পেতেই হবে।

শশধর। প্রাপ্যের চেয়েও বড়ো জিনিষ আছে, তার পরেও মানুষের দাবী থাকা অন্যায় নয়।

মন্মথ। মিথ্যে আমাকে ব'ল্‌চো। হয় তো সব দোষ আমারই, একলা আমারই। তার শাস্তিও যথেষ্ট পেয়েচি। এখন তোমরাই যদি সংশোধনের ভার নাও তো নাও, আমি নিষ্কৃতি নিলুম।

উভয়ের প্রস্থান।

সতীশের বেগে প্রবেশ

সতীশ। (উচ্চস্বরে) মা, মা!

বিধুর প্রবেশ

বিধু। কী সতীশ, কী হ'য়েছে?

সতীশ। ঠিক ক'রেছি, যেমন করে' হোক্ নেক্‌লেস্‌টা নেলির কাছ থেকে ফিরিয়ে আন্‌বোই।

বিধু। কী ছুতো ক'র্‌বি?

সতীশ। কোনো ছুতোই না। সত্যি কথা ব'ল্‌বো। নেলির কাছে আমি কিছু লুকোবো না।

বিধু। না, না, সে কি হয়?

সতীশ। ব'ল্‌বো গুড়গুড়ির কথা—ব'ল্‌বো আমার অবস্থা কত খারাপ। আমি নেলিকে ফাঁকি দিতে পার্‌বো না।

বিধু। সতীশ, আমার কথা শোন্, বিয়েটা আগে হোক্, তার পরে স ত্য মিথ্যে যা ইচ্ছে তোর তাই বলিস্।

সতীশ। সে আমি কিছুতে পার্‌বো না। আমি জানি, নেলি একটুও মিথ্যে সইতে পারে না। আমি কিচ্ছু লুকোবো না। আগাগোড়া সব ব'ল্‌বো।

বিধু। তার পরে?

সতীশ। (ললাট আঘাত করিয়া) তার পরে কপাল।

তৃতীয় দৃশ্য

মিষ্টার লাহিড়ির বাড়িতে টেনিস্‌ক্ষেত্র

নলিনী। ও কি সতীশ, পালাও কোথায়?

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিস্‌পার্টি জান্‌তেম্ না, আমি টেনিস্‌সুট পরে' আসিনি।

নলিনী। জন্‌বুলের যত বাছুর আছে, সকলেরই তো এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার না হয় ওরিজিন্যাল ব'লেই নাম র'টবে। আচ্ছা, আমি তোমার সুবিধা করে' দিচ্ছি। মিষ্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেন, হুকুম বলুন না—আমি আপনার সেবার্থে

নলিনী। যদি একেবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাপ ক'র্‌বেন—ইনি আজ টেনিস্‌স্যুট্ পরে' আসেন নি। এত বড়ো শোচনীয় দুর্ঘটনা।

নন্দী। আপনি ওকালতি ক'র্‌লে খুন, জাল, ঘর জ্বালানও মাপ ক'র্‌তে পারি। টেনিস্‌স্যুট্ না প'রে এলেই যদি আপনার এত দয়া হয়, তবে আমার এই টেনিস্‌স্যুট্‌টা মিষ্টার সতীশকে দান করে' তাঁর এই—এটাকে কি বলি! তোমার এটা কি স্যুট্, সতীশ? খিচুরী স্যুট্ই বলা যাক—তা আমি সতীশের এই খিচুড়ী স্যুট্‌টা পরে' রোজ এখানে আস্‌বো। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য্য চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, তবু লজ্জা ক'র্‌বো না। সতীশ এ কাপড়টা দান ক'র্‌তে যদি তোমার নিতান্তই আপত্তি থাকে, তবে তোমার দর্জ্জির ঠিকানাটা দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস্ লাহিড়ির দয়া অনেক মূল্যবান্।

নলিনী। শোনো, শোনো সতীশ, শুনে রাখো। কেবল কাপড়ে ছাঁট নয়, মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিষ্টার নন্দীর কাছে শিখ্‌তে পার। এমন আদর্শ আর পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক্ ডাচেস্ ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাও কন নাই! মিষ্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালী ছাত্র কে কে ছিলো?

নন্দী। আমি বাঙালীদের সঙ্গে সেখানে মিশিনি।

নলিনী। শুন্‌চো সতীশ! রীতিমত সভ্য হ'তে গেলে কত ছোঁওয়া বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। তুমি বোধ হয় চেষ্টা ক'র্‌লে পার্‌বে। টেনিস্‌স্যুট্ সম্বন্ধে তোমার যে রকম সূক্ষ্ম ধর্ম্মজ্ঞান, তাতে আশা হয়। (অন্যত্র গমন)

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্য্যন্ত বুঝতেই পার্‌লেম না।

চারুবালা নন্দীর কাছে আসিয়া

চারু। মিষ্টার নন্দী, সুশীলের সঙ্গে আমার একটা কথা নিয়ে ঘোর তর্ক হ'য়ে গেছে, আপনাকে তার নিষ্পত্তি করে' দিতে হবে—আমি বাজি রেখেছি—

নন্দী। যদি আমার উপরেই নিষ্পত্তির ভার থাকে, তা'হ'লে বাজিতে আপনি নিশ্চয়ই জিত্‌বেন।

চারু। না, না, আগে কথাটা শুনুন,—তার পরে বিচার করে—

নন্দী। যাদের faith নেই, সেই নাস্তিকরাই সব কথা আগাগোড়া শোনে, বিচার করে—কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কতকগুলি জিনিষ আছে, শাস্ত্রে যাদের বলে অন্ধ। আমি দেবী-woshipper, অন্ধ-ভক্ত।

চারু। আপনার কথা শুন্‌লেই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারি, আপনি অক্সফোর্ডে প'ড়েছেন। এখন আমাদের বাজে কথাটা শুনুন। সুশীল ব'ল্‌তে চায়, আমার এই শাড়ির রঙের সঙ্গে আমার এই জুতোর রং মানায় না।

নন্দী। সুশীল নিশ্চয় রংকাণা। আপনার সাড়ির সঙ্গে জুতোর চমৎকার ম্যাচ হ'য়েচে। যদি মাপ করেন তো বলি, আপনার এই রুমালটার রঙ—

চারু। এ বুঝি আমার রুমাল? এ যে নেলির,—সে জোর করে' আমাকে দিলে—বহরমপুর না কোথা থেকে এই ফুলকাটা মুসলমানী ফ্যাশানের রুমাল কিনেচে। আমাকে ব'ল্‌লে, সাজের মধ্যে অন্তত একটা দিশী জিনিষ থাক্।

নন্দী। I see—মিস্ বোস্, আপনি টেনিসের next setএ পার্টনার ঠিক্ ক'রেচেন?

চারু। না

নন্দী। আমাকে যদি select করেন, তাহ'লে দেখ্‌তে পাবেন, আপনার শাড়ির সঙ্গে জুতোর যে রকম ম্যাচ হ'য়েচে, টেনিসে আপনার সঙ্গে আমার তার চেয়ে খারাপ ম্যাচ হবে না।

চারু। আপনাকে পার্টনার পেলে তো জিৎবই। আমি ভেবেছিলেম, next set এ আপনি বুঝি নেলির সঙ্গে engaged.

নন্দী। না, she wanted to be excused.

চারু। ওঃ, বোধ হয় সতীশের সঙ্গে কথা আছে। আমি তো বুঝ্‌তে পারিনে সতীশের মধ্যে নলিনী কী যে দেখেচে।

নন্দী। দেখেছে ওর monumental absurdity আর তার চেয়ে absurd ওর—থাক্, সে কথা থাক্।

চারু। কিন্তু ওর মতো অত বড়ো অযোগ্য লোককে—

নন্দী। অযোগ্যতা হচ্চে শূন্য পেয়ালা, কৃপা দিয়ে ভরা সহজ।

চারু। শুধু কেবল কৃপা! ছিঃ! শ্রদ্ধা কি তার চেয়েও বড়ো নয়? চলুন খেল্‌তে। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমি ভারি বিশ্রী খেলি।

নন্দী। খেলায় আপনি হার্‌তে পারেন; কিন্তু বিশ্রী খেল্‌তে কিছুতেই পারেন না।

চারু। Thanks.

উভয়ের প্রস্থান।

নন্দিনী। (পুনরায় আসিয়া) কি সতীশ, এখনও যে তোমার মনের খেদ মিট্‌লো না। টেনিস কোর্ত্তার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হ'য়ে গেলো। হায়, হায়, কোর্ত্তাহারা অভাগা হৃদয়ের সান্ত্বনা জগতে কোথায় আছে—দর্জ্জির বাড়ি ছাড়া!

সতীশ। আমার হৃদয়টার ঠিকানা যদি জান্‌তে, তা'হ'লে খুব বেশি ক'রে তাকে খুঁজে বেড়াতে হ'তো না।

নলিনী। (করতালি দিয়া) Bravo! মিষ্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি সুরু হ'য়েছে। উন্নতি হবে ভরসা হ'চ্ছে। এসো একটু কেক্ খেয়ে যাবে; মষ্ট কথার পুরস্কার মিষ্টান্ন।

সতীশ। না আজ আর খাবো না, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো,—টেনিস্ কোর্ত্তার খেদে শরীর নষ্ট কোরো না। কোর্ত্তা জিনিষটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিষ, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হ'লে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার সুবিধা হয় না।

সতীশ। নেলি, আজ তোমাকে একটা খুব বিশেষ কথা ব'ল্‌তে এসেছি—

নলিনী। না, না, বিশেষ কথার চেয়ে সাধারণ কথা আমি ভালোবাসি।

সতীশ। যেমন করে' হোক্ ব'ল্‌তেই হবে, নইলে বাঁচবো না, তার পরে যদি বিদায় করে' দাও তবে মাথা হেঁট্ করে' জন্মের মতোই—

নলিনী। সর্ব্বনাশ! সহজে ব'ল্‌বার কথা পৃথিবীতে এত আছে যে, চমক-লাগানো কথা না ব'ল্‌লেও সময় কেটে যায়। আমারও ব'ল্‌বার কথা একটা আছে, তার পরে যদি সময় থাকে, তুমি ব'লো!

সতীশ। আচ্ছা, তাই আগে বলে' নাও, কিন্তু আমার কথা শুন্‌তেই হবে।

নলিনী। ব'ল্‌বার জন্যেই তোমাকে ডেকেছি, বলে' নিই, রাগ ক'রো না।

সতীশ। তুমি ডেকেচো বলে' রাগ ক'র্‌বো, আমি এত বড়ো savage ?

নলিনী। সকল সময়েই নন্দী সাহেবের চেলাগিরি কোরো না। বলো দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিষ কেন দিলে ? সেই তোমার নেক্‌লেস্‌ ?

সতীশ। নেক্‌লেস্‌ ? সেটা কি তবে—

নলিনী। ভুল বোঝো না—জিনিষটা খুব ভালো। কিন্তু তুমি যে ঐ-টে কেনবার জন্যে—

সতীশ। নেলি, চুপ চুপ, তোমার মুখে আমি সে কথা শুন্‌তে পার্‌বো না। কে তোমাকে কী ব'লেচে, সব মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা—

নলিনী। হঠাৎ অমন ক্ষেপে উঠ্‌লে ? কি মিথ্যে কথা ? নেক্‌লেস্‌টা তুমিই আমাকে দিয়েচো, সে-ও কী মিথ্যে কথা ?

সতীশ। না, না, হাঁ, তা হ'তেও পারে, এ রকম করে' দেখ্‌লে হয় তো—

নলিনী। নেক্‌লেস্‌ এক রকম করে' ছাড়া আর ক'রকম করে' দেখা যায় ? কথা উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই আগে থাক্‌তেই তুমি যেন—

সতীশ। আচ্ছা, তা বলো, কি ব'ল্‌ছিলে বলো।

নলিনী। কিচ্ছু না, খুব সাদা কথা, অমন দামী জিনিষ আমাকে কেন দিলে ?

সতীশ। আচ্ছা বেশ, তা'হ'লে আমাকে ফিরিয়ে দাও।

নলিনী। ঐ দেখ আবার অভিমান !

সতীশ। আমার মতো অবস্থার লোকের অভিমান কিসের ? দাও তবে ফিরিয়েই দাও।

নলিনী। অমন সুর করো যদি, তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা কওয়াই শক্ত হয়। একটু শান্ত হ'য়ে শোনো আমার কথা। মিষ্টার নন্দী আমাকে নির্ব্বোধের মতো একটা দামি ব্রেস্‌লেট্ পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমনি নির্ব্বুদ্ধিতার সুর চড়িয়ে তার চেয়ে দামি একটা নেক্‌লেস্ পাঠাতে গেলে কেন?

সতীশ। সেটা বোঝবার শক্তি থাক্‌লেই তো:মানুষের কোনো মুস্কিল ঘটে না। যে অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না, সে অবস্থাটা তোমার একেবারে জানা নেই বলে' তুমি রাগ করো নেলি।

নলিনী। আমার সাত জন্মে জেনে কাজ নেই। কিন্তু ও নেক্‌লেস্ তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

নলিনী। দেবো বাহাদুরি দেখাবার জন্য যে দান, আমার কাছে সে দানের মূল্য নেই!

সতীশ। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে! এমন কথা তুমি ব'ল্‌লে? অন্যায় ব'ল্‌ছো, নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় ব'ল্‌চিনে—তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে, আমি ঢের বেশি খুসি হ'তেম। তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে মাঝে আমাকে কিছু না কিছু দামি জিনিষ পাঠাতে আরম্ভ ক'রেছো। পাছে তোমার মনে লাগে বলে' আমি এত দিন কিছু বলিনি। কিন্তু ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে, আর আমার চুপ করে' থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেক্‌লেস্।

সতীশ। আচ্ছা তবে নিলুম। (হাতে লইয়া অনেকক্ষণ নাড়া' চাড়া করিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিল)

নলিনী। ও কী হ'লো ?

সতীশ। ভেবেছিলুম, ওর দাম আছে, ওর কোন দাম নেই।

নলিনী। (তুলিয়া লইয়া) তুমি রাগই করো আর যাই করো, আমার যা ব'ল্‌বার, তোমাকে ব'ল্‌বোই। আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা থেকেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়ো না। সত্য করে' বলো, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি ?

সতীশ। (চম্‌কিয়া উঠিয়া) কে ব'ল্‌লে ধার হ'য়েছে ? কে ব'ল্‌লে তোমাকে ? এক জন কেউ আছে, সে লাগালাগি ক'র্‌চে। তার নাম বলো ; আমি তাকে—

নলিনী। আজ তোমার কী হ'য়েছে বলো তো ?

সতীশ। ব'ল্‌তেই হবে, তোমাকে কে ব'লেছে আমার ধারের কথা ? আমি তাকে দেখে নিতে চাই।

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পারি। আমার জন্য তুমি এমন অন্যায় কেন ক'র্‌চো ?

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্যে মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছে করে ; আজকালকার দিনে প্রাণ দেবার ভদ্র উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না—অন্তত ধার করার দুঃখটুকু স্বীকার ক'র্‌বার যে সুখ, তাও কি ভোগ ক'র্‌তে দেবে না ? আমার পক্ষে যা মৃত্যুর চেয়েও দুঃসাধ্য, আমি তোমার জন্য তাই ক'র্‌তে চাই নেলি, এ'কে যদি তুমি নন্দী সাহেবের নকল বলো, তবে আমার পক্ষে মর্ম্মান্তিক হয়।

নলিনী। আচ্ছা, তোমার যা ক'র্‌বার, তা তো ক'রেচো—তোমার সেই ত্যাগ স্বীকার-টুকু আমি নিলেম—এখন এ জিনিষটা ফিরে নাও।

সতীশ। তবে দাও, তাই দাও। যদি আমার অন্তরের কথাটা বুঝে থাকো, তাহ'লে—

নলিনী। থাক্ থাক্ অন্তরের কথা অন্দরমহলেই থাক্। নেক্‌লেস্‌টা এই নিয়ে যাও।

সতীশ। (হাতে লইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) সেই ভালো, তবে যাই। (কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) দয়া করো নেলি, দয়া করো—যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয়, তবে ওটা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ ক'রে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ ক'র্‌বে কি করে' ?

সতীশ। মা'র কাছ থেকে টাকা পাবো।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে ক'র্‌বেন, আমার জন্মই তাঁর ছেলের দেনা হ'চ্চে। সতীশ, তোমার এই নেক্‌লেস্‌টা হাতে করে' নেওয়ার চেয়ে ঢের বেশি করে' নিয়েচি, এই কথাটা তোমাকে বুঝে দেখ্‌তে হবে। নইলে কখনই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পার্‌তুম না। দিলে অপমান করা হ'তো ! বুঝতে পার্‌চো ?

সতীশ। সম্পূর্ণ না।

নলিনী। তোমার দান করাকেই আমি বেশি মান দিয়েছি বলেই তোমার দানের জিনিষকে অনায়াসে ত্যাগ ক'র্‌তে পারি। মনে করো না, এটা হারিয়ে গেছে, সেই হারানোতে তোমার দান তো একটুও হারায় না।

সতীশ। ঠিক্ ব'ল্‌চো, নেলি ?

নলিনী। ঠিক্ ব'ল্‌চি। আমি যেমন সহজে এটি তোমার হাতে ফিরিয়ে দিচ্চি, তেমনি সহজে তুমি এটি আমার হাত থেকে ফিরে নাও। তাহ'লে আমি ভারি খুসি হবো।

সতীশ। খুসি হবে? তবে দাও। (নেক্‌লেস্ লইয়া) কিন্তু যে হাত দিয়ে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে, সেই হাতেই তুমি আর এক জনের ব্রেস্‌লেট্ প'রেচো, সে যেন আমাকে—

নলিনী। ওতে কন্যার হাত নেই সতীশ, আছে কন্যাকর্ত্তার হাত। বাবা বিশেষ করে ব'লেছিলেন, আজ—

সতীশ। আচ্ছা, ঐ ব্রেস্‌লেট্ চিরদিনই তোমার হাতে থাকে—এই নেক্‌লেস্ কেবল কিছুক্ষণের জন্যে গলায় পরো, তার পরে আমি নিয়ে যাবো।

নলিনী। প'র্‌লে বাবা রাগ ক'র্‌বেন।

সতীশ। কেন?

নলিনী। তা'হলে এই ব্রেস্‌লেট্ পরার দাম কমে' যাবে।—ফের মুখ গম্ভীর ক'র্‌চো?

সতীশ। কথাটা কি খুব প্রফুল্ল হবার মতো?

নলিনী। নয় তো কি? তোমার কাছে যে আমি এত খুলে কথা বলি, তার কোনো দাম নেই? অকৃতজ্ঞ! মিষ্টার নন্দীর সঙ্গে আমি এমন করে' কইতে পার্‌তুম? এবার কিন্তু টেনিস্ কোর্ট থেকে যাও।

সতীশ। কেন যেতে ব'ল্‌চো, নেলি? এখানে আমাকে মানায় না?

নলিনী। না, মানায় না।

সতীশ। চাঁদনির কাপড় পরি বলে'?

নলিনী। সে একটা কারণ বই কি?

সতীশ। তুমি আমাকে এমন কথা ব'ল্‌লে?

নলিনী। আমি যদি তোমাকে সত্যি কথা বলি, খুসি হোয়ো, অন্যে ব'ল্‌লে রাগ ক'র্‌তে পারো।

সতীশ। তুমি আমাকে অযোগ্য বলে' জানো, এতে আমি খুসি হবো ?

নলিনী। এই টেনিস্ কোর্টের অযোগ্যতাকে তুমি অযোগ্যতা বলে' লজ্জা পাও ? এতেই আমি সব চেয়ে লজ্জা বোধ করি। তুমি তো তুমি, এখানে স্বয়ং বুদ্ধদেব এসে যদি দাঁড়াতেন, আমি দুই হাত জোড় করে' পায়ের ধূলো নিয়েই তাঁকে ব'ল্‌তুম, ভগবান্, লাহিড়িদের বাড়ির এই টেনিস্ কোর্টে আপনাকে মানায় না, মিষ্টার নন্দীকে তার চেয়ে বেশী মানায়। শুনে কি তখনই তিনি হার্ম্মানের বাড়ি ছুট্‌তেন টেনিস্ সুট্ অর্ডার দিতে ?

সতীশ। বুদ্ধদেবের সঙ্গে—

নলিনী। তোমার তুলনাই হয় না, তা জানি। আমি ব'ল্‌তে চাই, টেনিস্ কোর্টের বাইরেও একটা মস্ত জগৎ আছে—সেখানে চাঁদনীর কাপড় পরেও মনুষ্যত্ব ঢাকা পড়ে না। এই কাপড় পরে' যদি এখনি ইন্দ্রলোকে যাও তো উর্ব্বশী হয় তো একটা পারিজাতের কুঁড়ি ওর 'বাটন্ হোল'এ পরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবে না—অবিশ্যি তোমাকে যদি তার পছন্দ হয়।

সতীশ। বাটন্ হোল্ তো এই র'য়েচে, গোলাপের কুঁড়িও তোমার খোঁপায়—এবারে পছন্দর পরিচয়টা কি ভিক্ষে করে' নিতে পারি ?

নলিনী। আবার ভুলে যাচ্চ, এটা স্বর্গ নয়, এটা টেনিস্ কোর্ট।

সতীশ। এটা যে স্বর্গ নয়, সেইটে ভুল্‌তে পারিনে ব'লেই তো—

নলিনী। এইবার তো নন্দীর সুর লাগচে গলায়—

সতীশ। তার একটিমাত্র কারণ—আমি টেনিস্ কোর্টেরই যোগ্য হ'তে চাই। উর্ব্বশীর হাতের পারিজাতের কুঁড়ির পরে আমার একটুও লোভ নেই।

নলিনী। বড়ো দুঃসাধ্য তোমার তপস্যা, সতীশ—স্বর্গে তোমার কম্পিটিশন কার্ত্তিককে নিয়ে চাঁদকে নিয়ে—এখানে আছেন স্বয়ং মিষ্টার নন্দী। পেরে উঠ্‌বে না, কন্যাকর্ত্তাদের সব দামি দামি অর্কিড্‌ ওঁরি 'বাটন্‌ হোলে' গিয়ে পৌঁচচ্ছে। ছেড়ে দাও আশা।

সতীশ। অর্কিডের আশা ছেড়েছি, কিন্তু ঐ গোলাপের কুঁড়ি—

নলিনী। ওটা বাবা যখন দোকান থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন, তখন কামনা ক'রেছিলেন, ওর সদ্‌গতি হয় যেন—

সতীশ। অর্থাৎ—

নলিনী। ঐ অর্থাতের মধ্যে অনেকখানি অর্থ আছে।

সতীশ। আর আমি যে তোমার স্তব করে' মরি, তার মধ্যে যতটা শব্দ আছে, ততটা অর্থ নেই?

নলিনী। যদি কিছু থাকে, সে কন্যাকর্ত্তাদের অমর লোকের উপযুক্ত নয়।

সতীশ। অতএব আমাকে সদ্য স্বর্গপ্রাপ্তির চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। চ'ল্লেম তবে সেই তপস্যায়।

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। Hallo সতীশ বাবু। ও কি ও! সেই নেক্‌লেস্‌টা নিয়ে চ'লেচো যে। সে দিন তো এল্‌বাম নিয়ে সরে' প'ড়েছিলে, আজ নেক্‌লেস্‌? Bravo! you know how to eat pudding and yet to keep it।

সতীশ। বুঝ্‌তে পার্‌চিনে আপনার কথা।

নন্দী। আমরা যা দিই, তা ফিরে নিই নে, তার বদলেও কিছু ফিরে

পাই নে। দেবার হাত নেবার হাত দুই হাতই খালি থাকে। You are lucky, বিনা মূলধনে ব্যবসা ক'রে এত enormous profit !

নলিনী। ও কি সতীশ, হাতের আস্তিন গুটচ্চো যে, মারামারি ক'র্‌বে না কি ? তা'হ'লে মাঝের থেকে আমার নেক্‌লেস্‌টা ভাঙ্‌বে দেখ্‌চি। দাও ওটা গলায় পরে' নিই। (নেক্‌লেস্‌ লইয়া গলায় পরা) অমনি নেবোনা, সতীশ, এর দাম দেবো। (গোলাপের কুঁড়ি সতীশের 'বাটন হোল্‌'-এ পরাইয়া দেওয়া) মিষ্টার নন্দী, আপনার ব্রেস্‌লেট্‌ আপনি নিয়ে যান।

নন্দী। কেন ?

নলিনী। এর দাম আমার কাছে নেই।

নন্দী। বিনা দামেই তো আমি—

নলিনী। আপনার খুব দয়া। কিন্তু আমার তো আত্ম-সম্মান আছে। এসো সতীশ, তোমাদের দু'জনের লড়াই দেখ্‌বার সময় আমার নেই। তার চেয়ে এসো বেড়াতে বেড়াতে গল্প করি, সময়টা কাট্‌বে ভালো।

উভয়ের প্রস্থান।

চারুবালার প্রবেশ

চারু। মিষ্টার নন্দী, আপনার নৈবেদ্য দেখ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু সাম্‌নে দেবতা নেই যে।

নন্দী। কে ব'ল্‌লে নেই ?

চারু। সাকার দেবতার কথা বল্‌চি, নিরাকারের খবর জানিনে।

নন্দী। পূজা যদি নেন, তা'হ'লে করকমলে—

চারু। আপনি মাঝে মাঝে চোখে ভুল দেখেন না কি ? আমি তো—

নন্দী। হাঁ, ভুল ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছই—

চারু। তার পরে redirected হ'য়ে—

নন্দী। ঘুরে আস্‌তে হয়।

চারু। আজ আপনার কপালে তারি ছাপ দেখ্‌তে পাচ্চি।

নন্দী। ছাপের সংখ্যা আর বাড়াবেন না, তা'হ'লে কলঙ্কের চিহ্নটাই জাগ্‌বে; ঠিকানাটাই প'ড়্‌বে চাপা।

চারু। আপনার মতো আলাপ ক'র্‌তে আমি কাউকে শুনিনি—চমৎকার কথা কইতে পারেন।

নন্দী। শুধু যে কেবল কানে শোনার কথাই আমার সম্বল, তা নয়, হাতে সোনাও জোগাতে পারি, এইটে প্রমাণ ক'র্‌তে দিন।

চারু। আপনি বাংলাতেও pun ক'র্‌তে পারেন—ক্ষমতা আছে। কিন্তু মিষ্টার নন্দী, ও ব্রেস্‌লেট্‌ তো নেলির—

নন্দী। সেইটেই তো হ'য়েছিলো মস্ত ভুল। শোধ্‌রাবার opportunity যদি না দেন, তা'হ'লে উদ্ধার হবে কি ক'রে?

চারু। ঐ নেলি আস্‌চে, চলুন আমরা ঐ দিকে যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

নেলি ও সতীশের প্রবেশ

নলিনী। যথেষ্ট হ'য়েছে সতীশ, আজ যদি মিষ্টি কথা ব'ল্‌বার চেষ্টা করো, তা'হ'লে কিন্তু রসভঙ্গ হবে।

সতীশ। আচ্ছা, আমাকে যদি একেবারে চুপ করিয়ে রাখ্‌তে চাও, তা'হ'লে ঐ গানটা আমাকে শোনাও।

নলিনী। কোন্‌টা?

সতীশ। সেই যে "উজাড় ক'রে দাও হে আমার সকল সম্বল।"

নেলির গান

উজাড় করে' লও হে আমার সকল সম্বল।
শুধু ফিরে চাও ফিরে চাও ওহে চঞ্চল।
চৈত্র রাতের বেলায়
না হয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপন-স্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।
যদি এই ছিলো গো মনে,
যদি পরম দিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে।
তবে ভাঙা খেলার ঘরে
না হয় দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ধূলায় ধূলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল।

লাহিড়ি সাহেবের প্রবেশ

লাহিড়ি। নেলি, এই দিকে এসো। শুনে যাও। (জনান্তিকে) সতীশের বাপ মারা গেছেন।

নলিনী। সে কি কথা?

লাহিড়ি। মাদ্রাজে। সে-ও আজ তিন দিন হ'লো। Heartএর weakness থেকে।

নলিনী। সতীশ জানে না?

লাহিড়ি। না মন্মথ বাড়ির লোককে কাছে ডাক্‌তে মানা ক'রেছিলেন। সেখানে ওঁর বাড়ির ঠিকানাও কেউ জান্‌তো না। দৈবাৎ পূজোর ছুটিতে এক জন বাঙালী উকীল সেখানে ছিলো, মৃত্যুশয্যায় সেই তাঁর উইল তৈরী ক'রেছে। সে আজ এসে পৌঁছেচে। আমাকে

সে জানে—আমার কাছেই প্রথম এসেছিলো, আমি মন্মথর বাড়িতে তাকে এইমাত্র রওনা ক'রে দিলুম। তুমি সতীশকে শীঘ্র সেখানে পাঠিয়ে দাও।

প্রস্থান।

নলিনী। সতীশ, চা প'ড়ে র'য়েচে, খেয়ে নাও।

সতীশ। আমার ইচ্ছে ক'র্‌চে না।

নলিনী। আমার কথা শোনো, শুধু চা নয়, কিছু খাও। এই নাও রুটি।

সতীশ। মনে রেখো নেলি, গরীব বলেই আমার দানের দাম অনেক বেশি।

নলিনী। দেখো, ও কথা আজ থাক্। কাল হবে। এখন তুমি খেয়ে নাও।

সতীশ। তাড়া দিচ্চ কেন—আমার তো আপিস নেই।

নলিনী। চুপ চুপ, কথা কোয়ো না, খাও। আরেকটু খাও। এই নাও।

সতীশ। আর পার্‌চিনে—আমার হ'য়েচে। আমার খাবার রুচি চ'লে গেছে।

নলিনী। আচ্ছা, তা'হ'লে এসো—শোনো। তোমাকে দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিই।

সতীশ। আমার এমন সৌভাগ্য তো আর কখনো—

নলিনী। চুপ চুপ। চ'লে এসো।

প্রস্থান।

লাহিড়ি ও লাহিড়ির জায়ার প্রবেশ

লাহিড়ি-জায়া। সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে?

মিষ্টার লাহিড়ি। হাঁ।

জায়া। কে যে ব'ল্‌লে সমস্ত সম্পত্তি অনাথ আশ্রমে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মা'র জন্য জীবিতকাল পর্য্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ। এখন কি করা যায়!

লাহিড়ি। এত ভাবনা কেন তোমার?

জায়া। বেশ লোক যা হোক্ তুমি! তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালবাসে, সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু খেয়ে দেখ্‌তে পাও না! তোমার নেলি এ দিকে লঙ্কার ধোঁয়া দিয়ে নন্দীকে দেশছাড়া ক'রে দিয়েছে। নন্দী তো ভয়ে ওর কাছেই ঘেঁষ্‌তে চায় না। জানো বোধ হয়, চারুর সঙ্গে সে engaged.

লাহিড়ি। সে দিন টেনিস কোর্টেই সেটা বোঝা গিয়েছিলো।

লাহিড়ি-জায়া। এখন উপায় কি ক'র্‌বে?

লাহিড়ি। আমি তো মন্মথর টাকার উপর কোনো দিন নির্ভর করি নি!

জায়া। তবে কি ছেলেটির উপর নির্ভর করে' ব'সেছিলে? অন্নবস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্যক?

লাহিড়ি। সম্পূর্ণ আবশ্যক। সতীশের একটি মেসো আছে বোধ হয় জান।

জায়া। মেসো তো ঢের লোকেরই থাকে; তাতে ক্ষুধা শান্তি হয় না।

লাহিড়ি। এই মেসোটি আমার মক্কেল—অগাধ টাকা।—ছেলেপুলে কিছুই নেই—বয়সও নিতান্ত অল্প নয়। সে তো সতীশকেই পোষ্যপুত্র নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি তো ভালো। তা চট্‌পট্ নিক্ না। তুমি একটু তাড়া দাও না।

লাহিড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিক্‌ঠাক্‌ এখন কেবল একটা আইনের খট্‌কা উঠেছে—এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র লওয়া যায় কি না—তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হ'য়ে গেছে।

জায়া। আইন তো তোমাদেরই হাতে—তোমরা চোখ বুজে একটা বিধান দিয়ে দাও না।

লাহিড়ি। ব্যস্ত হয়ো না—পোষ্যপুত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাঁচালে। আমি ভাব্‌ছিলেম সম্বন্ধ ভাঙি কি ক'রে। আবার আমাদের নেলি যে রকম জেদালো মেয়ে, সে যে কি করে' ব'সতো বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে' গরীবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখ, তোমার মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে।

লাহিড়ি। কিন্তু নেলি যে সতীশকে ভালবাসে, সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। এক সময়ে আমি ভাব্‌তুম, নন্দীর ওপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ঐ স্বভাব—সে যাকে ভালবাসে, তাকেই জ্বালাতন করে। দেখ না বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই করে! কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তবু তো ওকে কেউ ছাড়্‌তে চায় না।

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ি যাবে না? তাঁর মা বোধ হয় খুব কাতর হ'য়ে প'ড়েছেন। বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

শশধরের ঘর

সম্মুখেই বাগান

সতীশ। বাবার শাপ এখনো ছাড়ে নি, মা, এখনো ছাড়েনি। তিনি আমার ভাগ্যের উপরে এখনো চেপে ব'সে আছেন।

বিধু। আমাদের যা ক'র্‌বার, তা তো ক'রেচি, গয়াতে তাঁর সপিণ্ডীকরণ হ'য়ে গেলো—তোর মাসীর কল্যাণে ব্রাহ্মণবিদায়েরও ভালো আয়োজন হ'য়েছিল।

সতীশ। সেই পুণ্যফল মাসির কপালেই ফ'ল্‌লো। নইলে—

বিধু। তাই তো। নইলে এত বয়সে তাঁর ছেলে হবে, এমন সর্ব্বনেশে কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

সতীশ। অন্যায়। অন্যায়। বাবার সম্পত্তি পেতে পার্‌তুম, তার থেকে বঞ্চিত হলুম; তার পরে আবার—কি অন্যায়!

বিধু। অন্যায় নয় তো কি? নিজের বোন্‌পোকে এমন করেও ঠকালে? শেষকালে দয়াল ডাক্তারের ওষুধ তো খাটলো, আমরা কালীঘাটে এত মানত ক'র্‌লুম, তার কিছুই হ'লোনা। একেই বলে কলিকাল। একমনে ভগবান্‌কে ডাক্—তিনি যদি এখনো—

সতীশ। মা এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিলো, কিন্তু যে রকম অন্যায় হ'লো, তাতে—ঈশ্বরের কাছে—তিনি দয়া করে' যেন—

বিধু। আহা, তাই হোক্—নইলে তোর উপায় কি হবে, সতীশ? হে ভগবান্, তুমি যেন—

সতীশ। এ যদি না হয়, ঈশ্বরকে আমি আর মান্‌বো না; কাগজে নাস্তিকতা প্রচার ক'র্‌বো। কে বলে তিনি মঙ্গলময়।

বিধু। আরে চুপ চুপ, এখন অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই! তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হ'লে কি না ঘট্‌তে পারে। সতীশ, আজ বুঝি ওদের ওখানে যাচ্ছিস্?

সতীশ। হাঁ।

বিধু। তোর সেই সাহেবের দোকানের কাপড় পরিস্ নি যে?

সতীশ। সে সব পুড়িয়ে ফেলেছি।

বিধু। সে আবার কবে হ'লো?

সতীশ। অনেক দিন। টেনিস্ পার্টিতে নলিনীকে কথা দিয়ে এসেছিলেম।

বিধু। সে যে অনেক দামের!

সতীশ। নইলে পোড়াবার মজুরী পোষাবে কেন? স্বর্ণলঙ্কারও তো অনেক দাম ছিলো।

বিধু। তোমাদের বোঝা আমার কর্ম্ম নয়! যাই, দিদির খোকাকে নাওয়াতে হবে।

প্রস্থান।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। শতীশ!

সতীশ। কি মাসিমা!

সুকুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে' বল্লেম, অপমান বোধ হ'ল বুঝি!

সতীশ। অপমান কিসের, মাসিমা! কাল লাহিড়ি সাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, তাই—

সুকুমারী। লাহিড়ি সাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কি, তা ত ভেবে পাইনে। তারা সাহেব মানুষ; তোমার মত অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে? আমি ত শুনলেম, তোমাকে তারা পোঁছে না, তবু বুঝি ঐ রঙীন টাইয়ের উপর টাইরিং প'রে বিলাতি কার্ত্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে! তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই! এ দিকে একটা কাজ কর্‌তে বল্‌লে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে করে' ভুল করে! কিন্তু সরকারও ত ভালো—সে খেটে উপার্জ্জন করে' খায়।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয় ত অনেক আগেই তা' পারতেম, কিন্তু তুমিই ত—

সুকুমারী। তাই বটে! জানি, শেষকালে আমারি দোষ হবে! এখন বুঝ্‌চি, তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন! আমি আরো ছেলেমানুষ বলে' দয়া করে' তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারি যত দোষ হ'ল। এ'কেই বলে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা, আমারই না হয় যত দোষ, তবু যে ক'দিন এখানে আমাদের অন্ন খাচ্চ, দরকারমত ছুটো কাজই না হয় করে' দিলে। এমন কি কেউ করে না? এ'তে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়!

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কি কর্‌তে হবে বল, আমি এখনি কর্‌চি।

সুকুমারী। আজ তোমার আপিসের ছুটি আছে, তোমাকে দোকানে যেতে হবে। খোকার জন্য সাড়ে সাত গজ রেনবো সিল্ক চাই—আর একটা সেলার সুট। (সতীশের প্রস্থানোদ্যম) শোন শোন, ওর মাপটা নিয়ে যেয়ো। জুতো চাই। (সতীশ প্রস্থানোন্মুখ) ব্যস্ত হচ্চ কেন—সবগুলো ভালো করে' শুনেই যাও! আজও বুঝি লাহিড়ি সাহেবের রুটি বিস্কিট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট করচে। খোকার জন্য ষ্ট্র-হ্যাট্ এনো—আর তার রুমালও এক ডজন চাই! (সতীশের প্রস্থান। তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া) শোন সতীশ, আর একটা কথা আছে। শুন্‌লেম তোমার মেসোর কাছ থেকে তুমি নূতন সুট কেন্‌বার জন্য আমাকে না বলে' টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সামর্থ্য হবে, তখন যত খুসি সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের পয়সায় লাহিড়ি সাহেবদের তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে' দিয়ো না। সে টাকাটা আমাকে ফেরৎ দিয়ো। আজকাল আমাদের বড় টানাটানির সময়।

সতীশ। আচ্ছা, এনে দিচ্চি।

সুকুমারী। এখনো দোকান খুল্‌তে দেরী আছে। কিন্তু টাকা বাকি যা থাকে, ফেরৎ দিয়ো যেন। একটা হিসাব রাখ্‌তে ভুলো না। (সতীশের প্রস্থানোদ্যম) শোন সতীশ—এই ক'টা জিনিষ কিন্‌তে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়ি ভাড়া লাগিয়ে ব'সো না! ঐ জন্যে তোমাকে কিছু আন্‌তে ব'ল্‌তে ভয় করে। দু'পা হেঁটে চ'ল্‌তে হ'লেই অমনি তোমার মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে—পুরুষ মানুষ এত বাবু হ'লে তো চলে না! তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুন বাজার থেকে মাছ কিনে আন্‌তেন—মনে আছে তো? মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নাই!

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাক্‌বে—আমিও দে'বো না! আজ হ'তে তোমার এখানে মুটে ভাড়া বেহারার মাইনে যত অল্প লাগে, সে দিকে আমার সর্ব্বদাই দৃষ্টি থাক্‌বে। (সুকুমারীর প্রস্থান) সেই চিঠিটা এই বেলা শেষ করি, নইলে সময় পাবো না (চিঠি লিখ্‌তে প্রবৃত্ত)।

হরেনের প্রবেশ

হরেন। দাদা, ও কি লিখ্‌চো, কা'কে লিখ্‌চো, বলো না?

সতীশ। যা, যা, তোর সে খবরে কাজ কি, তুই খেলা কর্‌গে যা!

হরেন। দেখি না কি লিখ্‌চো—আমি আজকাল প'ড়্‌তে পারি।

সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস্‌নে বল্‌চি—যা তুই।

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা, ভালবাসা। দাদা কি ভালবাসার কথা লিখ্‌চো, বলো না। কাঁচা পেয়ারা?

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেঁচাসনে ভালবাসার কথা আমি লিখিনি।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যা কথা ব'ল্‌চো। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার ভালবাসা। আচ্ছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না, না, মাকে ডাক্‌তে হবে না! লক্ষীটি, তুই একটু খেলা কর্‌তে যা, আমি এইটে শেষ করি।

হরেন। এটা কি দাদা! এ যে ফুলের তোড়া! আমি নেবো।

সতীশ। ওতে হাত দিস্‌নে—হাত দিস্‌নে, ছিঁড়ে ফেল্‌বি।

হরেন। না, আমি ছিঁড়ে ফেল্‌বো না, আমাকে দাও না!

সতীশ। খোকা, কাল তোকে অনেক তোড়া এনে দেবো, এটা থাক্।

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেবো!

সতীশ। না, এ আর এক জনের জিনিষ, আমি তোকে দিতে পারবোনা।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যে কথা! আমি তোমাকে লজঞ্জুস্ আন্‌তে ব'লেছিলেম, তুমি সেই টাকায় তোড়া এনেছ—তাই বই কি, আরেকজনের জিনিষ বই কি!

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, তুই একটুখানি চুপ কর, চিঠিখানা শেষ করে' ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজঞ্জুস্ কিনে এনে দেবো।

হরেন। আচ্ছা, তুমি কি লিখ্‌চো, আমাকে দেখাও।

সতীশ। আচ্ছা দেখাবো, আগে লেখাটা শেষ করি।

হরেন। তবে আমিও লিখি। (শ্লেট লইয়া চীৎকার স্বরে) ভয়ে আকার ভা,—

সতীশ। চুপ চুপ, অত চীৎকার করিস্ নে!—আঃ থাম্ থাম্!

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, কিন্তু খবরদার ছিঁড়িস্‌নে!—ও কি ক'র্‌লি! যা বারণ ক'র্‌লেম, তাই, ফুলটা ছিঁড়ে ফেল্লি। এমন বদ ছেলেও তো দেখিনি! (তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া) লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার। যা এখান থেকে—যা ব'ল্‌চি! যা!

হরেনের চীৎকার স্বরে ক্রন্দন ও সতীশের সবেগে প্রস্থান।

বিধু। সতীশ বুঝি হরেনকে কাঁদিয়েচে, দিদি টের পেলে সর্ব্বনাশ হবে। হরেন, বাপ আমার, কাঁদিস্‌নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেচে।

বিধু। আচ্ছা, চুপ কর, চুপ কর, আমি দাদাকে খুব করে' মার্‌বো এখন।

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেলো।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আস্‌চি! (হরেনের ক্রন্দন) এমন ছিঁচকাঁদুনে ছেলেও তো আমি কখনো দেখিনি। দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্চেন। যখন যেটি চায়, তখন সেটি তাকে দিতে হবে। দেখোনা, একেবারে নবাবপুত্র! ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি ক'রেই মাটি ক'র্‌তে হয়! (সতর্জ্জনে) খোকা, চুপ কর ব'ল্‌চি, ঐ হাম্‌দোবুড়ো আস্‌চে।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। বিধু, ও কি ও! আমার ছেলেকে কি এমনি ক'রেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়। আমি চাকর-বাকরদের বারণ করে' দিয়েচি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা ব'ল্‌তে সাহস করে না।—আর তুমি বুঝি মাসি হ'য়ে ওর এই উপকার ক'র্‌তে ব'সেচো! কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কি অপরাধ ক'রেচে! ওকে তুমি দু'টি চক্ষে দেখ্‌তে পার না, তা আমি বেশ বুঝেচি! আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মানুষ ক'র্‌লেম আর তুমি বুঝি আজ তারই শোধ নিতে এসেচো।

বিধু। (সরোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কি আছে!

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেচে!

বিধু। ছি ছি খোকা, মিথ্যা ব'ল্‌তে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলোই না, তা মার্‌বে কি করে'।

হরেন। বাঃ—দাদা যে এইখানে বসে' চিঠি লিখ্‌ছিলো—তাতে ছিল ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল।

সুকুমারী। তোমরা মায়ে পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেচো বুঝি। ওকে তোমাদের সহ্য হচ্চে না! ও গেলেই তোমরা বাঁচো। আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডাক্তার-কব্‌রাজের বোতল বোতল ওষুধ গিল্‌চে, তবু দিন দিন এমন রোগা হ'চ্চে কেন। ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেলো।

সকলের প্রস্থান।

সতীশ ও নলিনীর প্রবেশ

সতীশ। এ কি, তুমি যে এ বাড়িতে?

নলিনী। শশধর বাবু বাবাকে কি একটা আইনের কাজে ডেকেচেন। আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি।

সতীশ। আমি তোমার কাছে শেষ বিদায় নিতে চাই নেলি।

নলিনী। কেন, কোথায় যাবে?

সতীশ। জাহান্নামে।

নলিনী। যে লোক সন্ধান জানে, সে তো ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে। আজ তোমার মেজাজ্‌টা এমন কেন? কলারটা বুঝি ঠিক্ হাল ফেশানের হয় নি!

সতীশ। তুমি কি মনে কর, আমি কেবল কলারের কথাই দিন-রাত্রি চিন্তা করি।

নলিনী। তাই তো মনে হয়। সেই জন্যই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মতো দেখায়!

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখ্‌তে পেতে—

নলিনী। তা হ'লে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পাও দেখ্‌তে পেতাম!

সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠুর। সত্যই বল্‌চি নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি কর্‌চি নেলি, ঠাট্টা করে' আমাকে দগ্ধ করো না। আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেবো!

নলিনী। কেন, হঠাৎ সে জন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন?

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র, তা তুমি জান না!

নলিনী। সে জন্য তোমার ভয় কিসের। আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাইনি।

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হ'য়েছিল—

নলিনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হ'তেই হৃৎকম্প!

সতীশ। আমার অবস্থা জান্‌তে পেরে মিষ্টার লাহিড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অমনি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হ'য়ে যেতে হবে। এত বড়ো অভিমানী লোকের কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভালবাসার কথা শুন্‌লেই ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দি।

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখ্‌তে বলো!

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখ্‌তে ব'ল্‌বো কেন? আশা যে রাখে, সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না।

সতীশ। সে তো ঠিক কথা! আমি জান্‌তে চাই, তুমি দারিদ্র্যকে ঘৃণা করো কি না?

নলিনী। খুব করি, যদি সে দারিদ্র্য মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাক্‌তে চেষ্টা করে।

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরীবের ঘরের লক্ষ্মী হ'তে পার্‌বে?

নলিনী। নভেলে যে রকম ব্যারামের কথা পড়া যায়, সেটা তেমন করে' চেপে ধর্‌লে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ, তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌লে না। স্বয়ং নন্দী সাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুল্‌তেন না। তোমাদের এক চুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিন্‌তে পার্‌লেম না নেলি।

নলিনী। চিন্‌বে কেমন করে'? আমি তো তোমার হাল ফেশানের টাই নই—কলার নই—দিনরাত যা নিয়ে ভাবো, তাই তুমি চেনো।

সতীশ। আমি হাত যোড় করে' ব'ল্‌চি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা ব'লো না। আমি যে কি নিয়ে ভাবি, তা তুমি নিশ্চয় জানো।

নলিনী। ঐ যে বাবা ডাক্‌চেন। তাঁর কাজ হ'য়ে গেছে। যাই!

উভয়ের প্রস্থান।

সুকুমারী ও শশধরের প্রবেশ

সুকুমারী। দেখ, তোমাকে জানিয়ে রাখ্‌চি, আমার হরেনকে মার্‌বার জন্যেই ওরা মায়ে পোয়ে উঠে পড়ে' লেগেছে।

শশধর। আঃ, কি বলো! তুমি কি পাগল হ'য়েছো নাকি?

সুকুমারী। আমি পাগল, না, তুমি চোখে দেখ্‌তে পাও না!

শশধর। কোনটাই আশ্চর্য্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু—

সুকুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হ'তেই দেখনি ওদের মুখ কেমন হ'য়ে গেছে। সতীশের ভাবখানা দেখে বুঝতে পার না!

শশধর। আমার অত ভাব বুঝবার ক্ষমতা নেই, সে তো তুমি জানোই।

সুকুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায়, তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধুও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখ, তোমরা ছোটো কথাকে বড়ো ক'রে তোলো। যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

সুকুমারী। সে তুমি সহ্য ক'র্‌তে পারো, আমি পার্‌বো না—ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধর্‌তে হয়নি!

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার ক'র্‌তে পারবো না। এখন তোমার অভিপ্রায় কি শুনি।

সুকুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি তো বড়ো বড়ো কথা বলো, একবার তুমি ভেবে দেখ না, আমরা হরেনকে যে ভাবে শিক্ষা দিতে চাই, তার মাসি তাকে অন্যরূপ শেখায়—সতীশের দৃষ্টান্তটিই বা তার পক্ষে কি রকম, সেটাও তো ভেবে দেখ্‌তে হয়।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে' ভাব্‌চো, তখন তার উপরে আমার আর ভাব্‌বার দরকার কি আছে! এখন কর্ত্তব্য কি বলো?

সুকুমারী। আমি বলি, সতীশকে তুমি বলো, পুরুষ মানুষ পরের পয়সায় বাবুগিরি করে, সে কি ভালো দেখ্‌তে হয়! আর যার সামর্থ্য কম, তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কি?

শশধর। মন্মথ সেই কথাই ব'ল্‌তো। আমরাই তো সতীশকে অন্যরূপ বুঝিয়েছিলেম। এখন ওকে দোষ দিই কি করে'?

সুকুমারী। না—দোষ কি ওর হ'তে পারে! সব দোষ আমারি। তুমি তো আর কারো কোনো দোষ দেখ্‌তে পাও না—কেবল আমার বেলাতেই—

শশধর। ওগো, রাগ করো কেন—আমিও তো দোষী।

সুকুমারী। তা হ'তে পারে। তোমার কথা তুমি জানো। কিন্তু আমি কথনো ওকে এমন কথা বলিনি যে, তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দাও আর লম্বা কেদারায় বসে' বসে' আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাকো!

শশধর। না, ঠিক্ ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাওনি—অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারিনে। এখন কি ক'র্‌তে হবে বলো।

সুকুমারী। সে তুমি যা ভালো বোঝো, তাই করো। কিন্তু আমি ব'ল্‌চি, সতীশ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাক্‌বে, খোকাকে কোন মতে বাইরে যেতে দিতে পার্‌বো না। ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে। কিন্তু আমি ওকে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস করিনে—এ আমি তোমাকে স্পষ্টই ব'ল্‌লেম।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না মাসিমা! আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মার্‌বো, এই তোমার ভয়? যদি মারি, তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ট ক'রেচো, তার চেয়ে

ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে? কে আমাকে ছেলেবেলা হ'তে নবাবের মতো সৌখীন করে' তুলেচে এবং আজ ভিক্ষুকের মতো পথে বের কল্লে? কে আমাকে পিতার শাসন থেকে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আন্‌লে? কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো শুন্‌চো? তোমার সাম্‌নে আমাকে এমনি করে' অপমান করে? নিজের মুখে বল্লে কি না, খোকাকে গলা টিপে মার্‌বে? ও মা, কি হবে গো! আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেচি!

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিলো—সে দুধকলায় আমার রক্ত বিষ হয়ে উঠতো না—তা থেকে চিরকালের মতো বঞ্চিত করে' তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইয়েচো, তাতে আমার বিষ জমে উঠেচে। সত্য কথাই ব'ল্‌চো, এখন আমাকে ভয় করাই চাই—এখন আমি দংশন ক'র্‌তে পারি।

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। কি সতীশ, কি হ'য়েচে, তোকে দেখে যে ভয় হয়! অমন করে' তাকিয়ে আছিস্ কেন? আমাকে চিন্‌তে পার্‌চিস্ নে? আমি তোর মা, সতীশ!

সতীশ। মা, তোমাকে মা ব'ল্‌বো কোন্ মুখে? মা হ'য়ে কেন তুমি আমাকে জেল থেকে ফিরিয়ে আন্‌লে? সে কি মাসির ঘরের চেয়ে ভয়ানক?

শশধর। আঃ সতীশ! চলো চলো—কি ব'ক্‌চো, থামো।

সুকুমারী। নাও তোমরা বোঝাপড়া করো—আমার কাজ আছে।

প্রস্থান।

শশধর। সতীশ, একটু ঠাণ্ডা হও! তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হ'য়েচে, সে কি আমি জানিনে? তোমার মাসি রাগের মুখে কি ব'ল্চেন, সে কি অমন করে' মনে নিতে আছে? দেখো, গোড়ায় যা ভুল হ'য়েচে, তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

সতীশ। মেসোমশায়, প্রতীকারের আর কোন সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সঙ্গে আমার এখন যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েচে, তাতে তোমার ঘরের অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গ'ল্বে না। এত দিন তোমাদের যা খরচ করিয়েচি, তা যদি শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত শোধ করে' দিতে না পারি, তবে আমার মরেও শান্তি নাই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কি প্রতিকার ক'র্বে?

শশধর। না, শোনো সতীশ—একটু স্থির হও। তোমার যা কর্ত্তব্য, সে তুমি পরে ভেবো; তোমার সম্বন্ধে আমরা যে অন্যায় ক'রেচি, তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই ক'র্তে হবে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেবো, সেটাকে তুমি দান মনে করো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে' রেখেচি—পর্শু শুক্রবারে রেজেষ্ট্রী ক'রে দেবো।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধূলা লইয়া) মেসোমশায়, কি আর ব'ল্বো—তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আচ্ছা, থাক্ থাক্! ওসব স্নেহ ফ্নেহ আমি কিছু বুঝি নে, রসকস আমার কিছুই নেই। যা কর্ত্তব্য, তা কোন রকমে পালন কর্ত্তেই হবে, এই বুঝি। সাড়ে আট্টা বাজ্লো, তুমি আজ কোরিন্থিয়ানে যাবে বলেছিলে, যাও। সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে' রাখি। দানপত্রখানা আমি মিষ্টার লাহিড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েচি। ভাবে

বোধ হ'লো, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'লেন—তোমার প্রতি যে টান নেই, এমন তো দেখা গেল না। এমন কি, আমি চলে' আস্‌বার সময় তিনি আমাকে ব'ল্লেন, সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আসে না কেন? আরো একটা সুখবর আছে সতীশ, তোমাকে যে আপিসে কাজ করিয়ে দিয়েছি, সেখানকার বড়ো সাহেব তোমার খুব সুখ্যাতি ক'র্‌ছিলেন।

সতীশ। সে আমার গুণে নয়। তোমাকে ভক্তি করেন ব'লেই আমাকে এত বিশ্বাস করেন।

প্রস্থান।

শশধর। ওরে রামচরণ, তোর মা ঠাকুরাণীকে একবার ডেকে দে তো।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। কি স্থির ক'র্‌লে?

শশধর। একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেচি!

সুকুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমৎকার হবে, সে আমি জানি। যা হো'ক, সতীশকে এ বাড়ি থেকে বিদায় ক'রেচো তো?

শশধর। তাই যদি না ক'র্‌বো, তবে আর প্ল্যান কিসের? আমি ঠিক ক'রেচি, সতীশকে আমাদের তরফ মাণিকপুর লিখে পড়ে' দেবো—তা' হ'লেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ চালিয়ে আলাদা হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বে। তোমাকে আর বিরক্ত ক'র্‌বে না।

সুকুমারী। আহা, কি সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেচো! সৌন্দর্য্যে আমি একেবারে মুগ্ধ! না, না, তুমি অমন পাগলামি ক'র্‌তে পার্‌বে না; আমি বলে' দিলেম।

শশধর। দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিলো।

সুকুমারী। তখন তো আমার হরেন জন্মায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাবো, তোমার আর ছেলেপুলে হবে না?

শশধর। সুকু, ভেবে দেখো, আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই করো না কেন, তোমার দুই ছেলে।

সুকুমারী। সে আমি অতশত বুঝিনে—তুমি যদি এমন কাজ করো, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্‌বো—এই আমি বলে গেলেম।

সুকুমারীর প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কি সতীশ, থিয়েটারে গেলে না?

সতীশ। না মেসোমশায়, আর থিয়েটার না। এই দেথ, দীর্ঘকাল পরে মিষ্টার লাহিড়ির কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েচি! তোমার দানপত্রের ফল দেথ। সংসারের উপর আমার ধিক্কার জন্মে গেছে মেসোমশায়! আমি তোমার সে তালুক নেবো না।

শশধর। কেন সতীশ?

সতীশ। নিজের কোনো মূল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকুই ভোগ ক'র্‌বো। তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েচো তো?

শশধর। না, সে তিনি—অর্থাৎ বুঝেছো সে একরকম ক'রে হবে। হঠাৎ তিনি রাজি না হ'তে পারেন, কিন্তু—যদিই বা,—

সতীশ। তুমি তাঁকে ব'লেছো?

শশধর। হাঁ, ব'লেছি বই কি? বিলক্ষণ। তাঁকে না ব'লেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হ'য়েছেন?

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে, কিন্তু ভালো করে' বুঝিয়ে—ধৈর্য্য ধরে' থাক্‌লেই—

সতীশ। বৃথা চেষ্টা মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি আমি নিতে চাই নে। তুমি তাঁকে বোলো, আজ পর্য্যন্ত তিনি যে অন্ন খাইয়েছেন, তা উদ্গার না করে' আমি বাঁচ্‌বো না। তাঁর সমস্ত ঋণ সুদশুদ্ধ শোধ করে' তবে আমি হাঁফ্ ছাড়্‌বো।

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই সতীশ। তোমাকে বরঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায়, আর ঋণ বাড়াবো না। মাসিমাকে বোলো, আজই এখনি তাঁর কাছে হিসাব চুকিয়ে তবে জল গ্রহণ ক'র্‌বো।

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বাগান

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকু। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে' কাজকর্ম্ম ক'র্‌চে। দেখ, অতবড় সাহেব বাবু আজকাল পুরোনো কালো আলপাকার চাপ্‌কানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আফিসে যায়!

শশধর। বড়ো সাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন।

সুকুমারী। ভালোই তো, যা মাইনে পাবে, তাতেই বেশ চলে' যাবে। তার উপরে যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে বসো, তবে একদিনে সে টাই-কলার-জুতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দেবে। আমার পরামর্শ নিয়ে যদি চ'ল্‌তে, তবে সতীশ এত দিনে মানুষের মতো হ'তো।

শশধর। বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেন নি, কিন্তু স্ত্রী দিয়েচেন; আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েচেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বোধ স্বামীগুলাকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ ক'রেছেন—আমাদেরই জিত।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হ'য়েচে, ঠাট্টা ক'র্‌তে হবে না। কিন্তু সতীশের পিছনে এত দিন যে টাকাটা ঢেলেছো, সে যদি আজ থাকতো, তবে—

শশধর। সতীশ তো বলেচে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ করে' দেবে।

সুকুমারী। রইলো। সে তো বরাবরই ঐ রকম লম্বা-চৌড়া কথা বলে' থাকে। তুমি বুঝি সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে' আছো।

শশধর। এত দিন তো ভরসা ছিলো, তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জ্জন দিই।

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশী লোক্‌সান হবে না, এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি। ঐ যে তোমার সতীশ বাবু আস্‌ছেন! আমি যাই।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না, এই দেথ, আমার হাতে অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই নেই—কেবল খান কয়েক নোট আছে!

শশধর। ইস্‌, এ যে এক তাড়া নোট। যদি আপিসের টাকা হয় তো এমন করে, সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ভালো হচ্ছে না, সতীশ!

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াব না। মাসিমার পায়ে বিসর্জ্জন দিলাম। প্রণাম হই মাসিমা! বিস্তর অনুগ্রহ ক'রেছিলে, তখন তার হিসাব রাখ্‌তে হবে মনেও করিনি, সুতরাং পরিশোধের অঙ্কে কিছু ভুলচুক্‌ হ'তে পারে! এই পনরো হাজার টাকা গুণে নাও। তোমার হরেনের পোলাও-পরমান্নে একটি তণ্ডুলকণাও কম না পড়ুক্‌।

শশধর। এ কি কাণ্ড সতীশ! এত টাকা কোথায় পেলে?

সতীশ। আমি গুণচট আজ ছয়মাস আগাম খরিদ করে' রেখেচি—ইতিমধ্যে দর চড়েছে; তাই মুনাফা পেয়েচি।

শশধর। সতীশ, এ যে জুয়োখেলা!

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ, আর দরকার হবে না।

শশধব। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।

সতীশ। তোমাকে তো দিই নি মেসোমশায়! এ মাসিমার ঋণ শোধ, তোমার ঋণ কোনকালে শোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না।

শশধর। কি সুকু, এ টাকাগুলো—

সুকুমারী। গুণে খাতাঞ্জির হাতে দাও না, ঐখানেই কি ছড়ানো পড়ে' থাক্‌বে? (নোটগুলি তুলিয়া গুণিয়া দেখা)

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেছ তো?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাবো।

শশধর। অ্যাঁ, সে কি কথা! বেলা যে বিস্তর হ'য়েচে। আজ এইখানেই খেয়ে যাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয় মেসোমশায়। এক দফা শোধ ক'র্‌লেম, অন্নঋণ আর নূতন করে' ফাঁদ্‌তে পার্‌বো না।

প্রস্থান।

সুকুমারী। বাপের হাত থেকে রক্ষা করে' এত দিন ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'র্‌লেম, আজ হাতে দু'পয়সা আস্‌তেই ভাবখানা দেখেচো। কৃতজ্ঞতা এমনই বটে! ঘোর কলি কি না!

উভয়ের প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। এই পিস্তলে দু'টি গুলি পূরেচি—এই যথেষ্ট! আমার অন্তিমের প্রেয়সী। ও কে ও? হরেন! কী ক'র্‌ছিস্? এই সন্ধ্যার সময় বাগানে অন্ধকার যে, চারদিকে কেউ নেই—পালা, পালা, পালা। (কপালে আঘাত করিয়া) সতীশ, কি ভাব্‌চিস্ তুই—ওরে সর্ব্বনেশে, চুপ্ চুপ্—না, না, না, এ কী বক্‌চি? আমি কি পাগল হ'য়ে গেলুম?—

কে আছিস্ ওখানে? বেহারা, বেহারা! কেউ না, কেউ কোথাও নেই। মাসিমা! শুন্‌তে পাচ্চ? ইঃ, একেবারে লুটোপুটি ক'র্‌তে থাক্‌বে। আঃ। হাতকে আর সামলাতে পাচ্চিনে। হাতটাকে নিয়ে কী করি! হাতটাকে নিয়ে কী করা যায়! (ছড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারা গাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিলো। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশঃ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিলো। অবশেষে নিজের হাতকে সবেগে আঘাত করিলো, কিন্তু কোন বেদনা বোধ করিলো না, শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।)

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী! দাদা না কী! তোমার হু'টি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার হুটি পায়ে পড়ি, কাঁচাপেয়ারা পাড়্‌ছিলুম, বাবাকে বলে' দিয়ো না!

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়, এই বেলা রক্ষা করো, আর দেরি কোরো না—তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা করো।

শশধর। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হ'য়েছে সতীশ? কী হ'য়েছে?

সুকুমারী। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হ'য়েছে সতীশ। কী হ'য়েচে?

হরেন। কিছুই হয় নি মা—কিছুই না—দাদা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা ক'র্‌চেন!

সুকুমারী। এ কী রকম বিশ্রী ঠাট্টা। ছি, ছি, সকলি অনাসৃষ্টি! দেখো দেখি। আমার বুক এখনো ধড়াস্ ধড়াস্ ক'র্‌চে। সতীশ মদ ধ'রেচে বুঝি?

সতীশ। পালাও—তোমার ছেলেকে নিয়ে পালাও। নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।

(হরেনকে লইয়া ত্রস্তপদে সুকুমারীর পলায়ন)

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হ'য়ো না! ব্যাপারটা কী বলো! হরেনকে কার হাত থেকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য ডেকেছিলে?

সতীশ। আমার হাত থেকে (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখ এই দেখ—মেসোমশায়।

দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। সতীশ, তুই কোথায় কী সর্ব্বনাশ করে' এসেছিস্ বল্ দেখি! আপিসের সাহেব পুলিস সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানাতল্লাসি ক'র্‌তে এসেচে। যদি পালাতে হয়, এই বেলা পালা! হায় ভগবান্! আমি তো কোনো পাপ করিনি, আমারি অদৃষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন?

সতীশ। ভয় নেই—পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কী তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়, যা সন্দেহ ক'রেচো, তাই। আমি চুরি করে' মাসির ঋণ শোধ ক'রেচি। আমি চোর! মা তুমি শুনে খুসী হবে, আমি চোর, আমি খুনী! তোমার কীর্ত্তি পূরো হ'লো। এখন আর কাঁদ্‌তে হবে না—যাও তুমি, যাও তুমি, যাও যাও, আমার সম্মুখ থেকে যাও। আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছু ঋণী আছ, তাই শোধ করে' যাও।

সতীশ। বলো, কেমন করে' শোধ ক'র্‌বো। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি!

শশধর। ঐ পিস্তলটা।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই যাবো। না গেলে আমার পাপের ঋণ শোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না, সতীশ, কর্ম্মের দ্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি অনুরোধ ক'ল্লে তোমার বড়ো সাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন থেকে জীবনকে সার্থক করে' বেঁচে থাকো!

সতীশ। মেসোমহাশয়, আমার প..ক বাঁচা যে কত কঠিন, তা তুমি জানো না—

শশধর। তবু বাঁচ্‌তে হবে, আমার ঋণের এই শোধ! আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসীকে ক্ষমা করো।

বিধু। বাবা, আমার কপালে ক্ষমা না থাকে, নাই থাক্, ভগবান তোকে যেন ক্ষমা করেন। দিদির কাছে যাই। তাঁর পায়ে ধরিগে।

প্রস্থান।

শশধর। তবে এসো, সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে' যেতে হবে।

দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। সতীশ।

সতীশ। কী নলিনী?

নলিনী। এর মানে কি? এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেচো?

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে, সেইটেই ঠিক্। আমি তোমাকে প্রতারণা করে' চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলি উল্টো হয়। তুমি মনে ক'র্‌তে পার, তোমার দয়া উদ্রেক ক'র্‌বার জন্যই আমি—কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন, আমি অভিনয় ক'র্‌ছিলেম না—তবু যদি বিশ্বাস না হয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌বার এখনো সময় আছে!

নলিনী। কী তুমি পাগলের মতো ব'ক্‌চো? আমি তোমার কী অপরাধ ক'রেছি যে, তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে—

সতীশ। যে জন্য আমি এই সঙ্কল্প ক'রেছি, সে তুমি জান, নলিনী—আমি তো একবর্ণও গোপন করিনি, তবু কী আমার উপর শ্রদ্ধা আছে?

নলিনী। শ্রদ্ধা! সতীশ, তোমার উপর ঐ জন্যই আমার রাগ ধরে। শ্রদ্ধা—ছি, ছি, শ্রদ্ধা তো পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে। তুমি যে কাজ ক'রেছো, আমিও তাই ক'রেছি—তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখিনি। এই দেখ, আমার গহনাগুলি সব এনেচি—এগুলো এখনো আমার সম্পত্তি নয়—এগুলি আমার বাপ-মায়ের। আমি তাঁদের না ব'লে' চুরি ক'রেই এনেচি, এর কত দাম হ'তে পারে, আমি কিছুই জানিনে; কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না?

শশধর। উদ্ধার হবে; এই গহনাগুলির সঙ্গে আরো অমূল্য যে ধনটি দিয়েচ, তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হবে।

নলিনী। এই যে শশধর বাবু, মাপ্ ক'র্‌বেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা, সে জন্য লজ্জা কি! দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মত বুড়োদেরই হয় না—তোমাদের বয়সে আমাদের মত প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না! সতীশ, তোমার আফিসের সাহেব এসেছেন দেখ্‌চি। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আসি! ততক্ষণ তুমি আমার হয়ে' অতিথিসৎকার করো। মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাক্‌তে পারে।

যবনিকা